Year 13 | Issue 06
13 - 19 March 2026
বর্ষ ১৩ | সংখ্যা ০৬
২৮ ফাল্গুন ১৪৩২
২৪ রামাদান ১৪৪৭হি.

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

## ট্রাম্প চান শেষ করতে, ইরান বলছে সিদ্ধান্ত আমাদের

# যুদ্ধের শেষ কোথায়

- যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক হামলা সমর্থন করেন না
- হুরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ, তেলের বাজারে অস্থিরতা
- ‘এক লিটার তেলও’ বাইরে যাবেনা- ইরান



**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ দ্রুত শেষ হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনালড ট্রাম্প। তবে একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, ইরান যদি মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল পরিবহন ব্যাহত করার চেষ্টা করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র আরও ব্যাপক সামরিক হামলা চালাবে। সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ইরানের বিমান ও নৌবাহিনীর ওপর বড় ধরনের আঘাত হেনেছে। তার দাবি, সংঘাতটি তিনি আগে যে চার সপ্তাহের সম্ভাব্য সময়সীমার কথা বলেছিলেন, তার আগেই শেষ হতে পারে। ট্রাম্পের এই বক্তব্যের জবাবে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের হামলা অব্যাহত থাকলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ‘এক লিটার তেলও’ বাইরে যেতে দেয়া হবে না। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত এক বিবৃতিতে বাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেন, যুদ্ধ কখন শেষ হবে- সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তেহরান। আইআরসিজি স্পষ্ট জানিয়েছে, বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সুতরাং যুদ্ধ কখন শেষ হবে- সে বিষয়ে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে।

চীন, ফ্রান্স, রাশিয়ার যুদ্ধবিরতির আলোচনা নাকচ ইরানের:
চীন, ফ্রান্স ও রাশিয়া যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু এই আলোচনা নাকচ করেছে তেহরান। যোগাযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী তখত-রাভানচি। জবাবে তিনি বলেছেন, ইরান কোনোভাবেই আলোচনার টেবিলে ফিরবে না, যতক্ষণ না তারা এমন নিশ্চয়তা পায় যে, এখন আমরা যা দেখছি এবং জুনে যা দেখেছি, সেই ধরনের আগ্রাসন আর হবে না। সুতরাং, এগুলোই ইরানের প্রধান শর্ত এবং তার মন্তব্যে আলোচনায় ফেরার কোনো আগ্রহের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী তাদের পালটা হামলা আরও জোরদার করেছে। তারা জানিয়েছে, তারা ‘অপারেশন প্রমিজ-৪’ এর ৩৩তম ধাপ শুরু করেছে। তারা ঘোষণা দিয়েছে, এখন থেকে ইসরাইল ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে তারা শুধু তাদের সবচেয়ে ভারী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করবে। এগুলোর ওজন এক টন বা তারও বেশি।

বাজারে অস্থিরতা:
এই পালটপালটি হুমকির প্রভাব পড়েছে বৈশ্বিক জ্বালানির বাজারে। বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগে আন্তর্জাতিক শেয়ারবাজারে বড় ধরনের ওঠানামা দেখা গেছে। একই সঙ্গে তেলের দামও দ্রুত বাড়া-কমার মধ্যে পড়ে। সংঘাতের কারণে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি রুট হুরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। এই পথ -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

## মোজতবা খামেনি নতুন সর্বোচ্চ নেতা

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির দ্বিতীয় ছেলে মোজতবা খামেনি দেশের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। রোববার ইরানের অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস তাকে এ পদে নির্বাচন করে। ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল কাউন্সিলের সেক্রেটারি আলি লারিজানি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খবর বিবিসি, আল জাজিরার।

মোজতবা ১৯৬৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর মাশহাদে জন্মগ্রহণ করেন। খামেনির ছয় সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় মোজতবা তেহরানের ধর্মীয় আলাভি স্কুলে -- ২ নং পৃষ্ঠা...

## ইরানের বিপর্যয়ের পেছনে ইহুদি নারী

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** যেভাবে মাথায় হিজাব, হাতে কোরআন আর মুখে ইরানি বিপ্লবের প্রশংসা–একটি নিখুঁত ইসলামি নারী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি। লিখতেন ইসলাম ও ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির প্রশংসায়। এমনকি তাঁর লেখালেখি ঠাঁই পেয়েছিল খামেনির সরকারি ওয়েবসাইটেও।

কিন্তু ইরানের গোয়েন্দা সংস্থার দাবি, এই নারী ছিলেন মোসাদের এক ভয়ংকর অস্ত্র। নাম ক্যাথরিন পেরেজ সকদাম।

ব্রিটিশ-ফরাসি বংশোদ্ভূত এই নমুসলিম নারী নিজেকে শিয়াপন্থী মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করতেন। ইসলাম ও ইরানপ্রীতির মুখোশে তিনি প্রবেশ করেছিলেন ইরানের গভীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভেতরে।

ইরানি গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

## মেডিক্স এবং এনআরবি হাসপাতালের মধ্যে সমোঝতা চুক্তি

# বাংলাদেশে চিকিৎসাসেবায় যৌথভাবে কাজ করার প্রত্যয়

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** বাংলাদেশে চিকিৎসাসেবায় যৌথভাবে কাজ করার লক্ষ্যে বৃটিশ চ্যারিটি সংস্থা মেডিক্স এক্রোস কন্টিনেন্টস এবং এনআরবি হাসপাতালের মধ্যে একটি এম.ও.ইউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় মেডিকেল মিশন পরিচালনা, ক্যাপাসিটি বিলডিং, ইকুইপমেন্ট সাপোর্ট, ফান্ডরেইজিং ও গবেষনাসহ বিভিন্ন কাজে এনআরবি হাসপাতালকে সহযোগিতা করবে মেডিক্স। গত ৪ মার্চ বুধবার বিকেলে সেন্ট্রাল লন্ডনের আইকনিক গোরকিন বিলডিংয়ে ওয়ার্ক-পারমিট ক্লাউডের হেড অফিসে দুই পক্ষের মধ্যে এই চুক্তি সাক্ষর সম্পন্ন হয় । এসময় এনআরবি হাসপাতালের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যার ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকতা বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আবদুল্লাহ আল হারুন ও মার্কেটিং এন্ড ফান্ডরেইজিং ডাইরেক্টর আরাফ বিন তারেক । মেডিক্স এক্রোস কন্টিনেন্টস এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিইও সালমান মুজতবা । এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ এবং ইক্বরা বাংলা টিভির চীফ রিপোর্টার খালেদ মাসুদ রনি।

এনআরবি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান বলেন, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে অব্যবহৃত মেডিকেল সরঞ্জামাদি যেমন এমআরআই, আলট্রাসনো, এক্সরে মেশিন ইত্যাদি আমাদের হাসপাতালে ফ্রি সরবরাহ করবে মেডিক্স। এনএইচএস-এর ব্যবহৃত অনেক মেডিকেল সরঞ্জাম রয়েছে যেগুলো পুরোপরি কর্মক্ষম এবং উন্নতমানের, তবে নতুন মেশিন হাসপাতালে চলে আসায় ওই মেশিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। মেডিক্স এই মেডিকেল সরঞ্জামগুলো এনএইচএস থেকে সংগ্রহ করে বাংলাদেশে এনআরবি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি এনআরবি হাসপাতালের সাথে কাজ করতে এগিয়ে আসায় মেডিক্স এক্রোস কন্টিনেন্টস এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই চুক্তি হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, সিলেটের ওসমানীনগরের ওমরপুরে ৫০ একর জায়গার ওপর ১০ মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এনআরবি হাসপাতাল। ২০২৮ সালের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করে হাসপাতালটি খুলে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# মাইল এন্ড ওয়ার্ডে কাউন্সিলার প্রার্থী শাহ আলম

## এলাকাবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা

**লন্ডন, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** আগামী ৭ মে অনুষ্ঠিতব্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মাইলএন্ড ওয়ার্ডে কাউন্সিলার হিসেবে প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন সাবেক কাউন্সিলার শাহ আলম । তিনি এই ওয়ার্ডে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মেয়র লুৎফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এসপায়ার পার্টির প্রার্থী হয়ে প্রথমবারের মতো কাউন্সিলার নির্বাচিত হন এবং চার বছর মাইলএন্ডবাসীর প্রতিনিধিত্ব করেন । এবার তিনি প্রার্থী হচ্ছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি থেকে।

জনাব শাহ আলম যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি একজন অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তি।

জনাব শাহ আলম ২০১০ সাল থেকে কমিউনিটি ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এই সময়ে তিনি বহু মানুষকে কমিউনিটিতে নেতৃত্বে দিতে এগিয়ে আসতে সহায়তা করেছেন এবং বিশেষ করে বাংলাদেশি কমিউনিটি মানুষকে স্থানীয় নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেন।

মাইলএন্ড এলাকায় জনাব শাহ আলম বেশ জনপ্রিয়। যেকোনো প্রয়োজনে এলাকাবাসি তাঁকে কাছে পান। তিনি একজন পেশাদার প্লামার। তাই মানুষকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। দেশের বাড়ি সিলেটের ছাতক উপজেলার চরমহল্লায় শিক্ষা ও সমাজসেবায় তাঁর ভুমিকা প্রশংসনীয়।

আসন্ন নির্বাচনে তিনি মাইলএন্ডবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেছেন । জনাব শাহ আলম বলেন, এই এলাকায় আমি ৩৬ বছরের বেশি সময় ধরে বসবাস করছি। এলাকার প্রতিটি বাসা-বাড়ি আমি চিনি। এলাকার মানুষের সাথে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে । মানুষের যেকোনো প্রয়োজনে আমি পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। কাউন্সিলার থাকাকালে যেমন পাশে ছিলাম, এখনও পাশে আছি। কমিউনিটির মানুষের জন্য কিছু করতে পারাটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আনন্দের। আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত করলে আপনারা আমাকে সার্বক্ষনিক পাশে পাবেন।

তিনি আরো বলেন আমি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি না। আমি দাঁড়াচ্ছি টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষের জন্য এবং একটি সৎ, স্বচ্ছ ও সেবামূলক রাজনীতির পক্ষে। নির্বাচিত হলে আমার প্রাধান্য হবে, মাইলএন্ড ওয়ার্ডবাসীর আবাসন সংকট নিরসনে কাজ করা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পার্কিং সংকট মোকাবিলা এবং কমিউনিটির নিরাপত্তা জোরদার করা। পাশাপাশি তরুণদের জন্য শিক্ষা, মেন্টরশিপ এবং নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরি করতে আমি সচেষ্ট থাকবো ।

# ওয়াপিং ওয়ার্ডে কাউন্সিলার প্রার্থী রফিক উদ্দিন

## এলাকাবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা

**দেশ ডেস্ক, ১১ মার্চ ২০২৬ :** আগামী ৭ মে অনুষ্ঠিতব্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়াপিং ওয়ার্ডে এসপায়ার পার্টি থেকে কাউন্সিলার প্রার্থী হয়েছেন ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতা রফিক উদ্দিন। তিনি ওয়াপিং নুরানী জামে মসজিদের এসিসটেন্ট ট্রেজারার। এছাড়াও গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের ট্রাস্টি, বুধবারি বাজার ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং বহরগ্রাম জনমঙ্গল সমিতি ইউকের সাবেক চেয়ারম্যান । যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত।

জনাব রফিক উদ্দিন একজন অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তি। আসন্ন নির্বাচনে তিনি ওয়াপিংবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি বলেন, এই এলাকায় আমি দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে বসবাস করছি। এলাকার মানুষের সাথে রয়েছে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক। মানুষের যেকোনো প্রয়োজনে আমি পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। মানুষের জন্য কিছু করতে পারাটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আনন্দের। আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত করলে আপনারা আমাকে সার্বক্ষনিক পাশে পাবেন।

উল্লেখ্য, ওয়াপিং ওয়ার্ডে এসপায়ার মনোনীত অপর প্রার্থী হচ্ছেন সাবেক কাউন্সিলার মাহবুব আলম। তাছাড়া লেবার পার্টি, গ্রীন পার্টি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির প্রার্থী রয়েছেন ।

# ইরানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৪

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬:** ইরানের গোয়েন্দা সংস্থাকে সহায়তার সন্দেহে যুক্তরাজ্যে চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির কাউন্টার টেররিজম পুলিশ। গত শুক্রবার (৬ মার্চ) রাত ১টার কিছু পরে লন্ডনের বারনেট এবং ওয়াটফোর্ড এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। মেট্রোপলিটন পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজন ইরানি নাগরিক এবং বাকি তিনজন ব্রিটিশ-ইরানি দ্বৈত নাগরিক। লন্ডনে বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি চালানোর অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে এই আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

# দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 13 | Issue 06 | 13 - 19 March 2026

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

### ব্রিটিশ এমপি জারা সুলতানার দাবি

# ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য জড়িত

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬:** ইরানে চলমান মার্কিন বিমান হামলায় ব্রিটিশ সরকার সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ তুলেছেন যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য জারা সুলতানা। তাঁর দাবি, মার্কিন বি-১ বোমারু বিমানগুলো ব্রিটিশ ঘাঁটি ব্যবহার করে ইরানে ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে জারা সুলতানা দাবি করেন, মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো 'ব্রিটিশ -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

## ব্রিটিশ মিডিয়ায় মুসলমানদের নিয়ে নেতিবাচক সংবাদ প্রচার বাড়ছে

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬:** ব্রিটেনে মুসলিমবিরোধী ঘৃণাজনিত অপরাধ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়ায় মুসলিমদের নিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদনের সংখ্যাও বেড়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ মিডিয়া মুসলমানদেরকে হুমকির দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এমনটাই বলছে একটি নতুন গবেষণা। গণমাধ্যমে মুসলিম ও ইসলামকে কীভাবে -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

# কোথায় নেতানিয়াহু?

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু 'আহত বা নিহত' হয়েছেন–এমন জল্পনা ছড়িয়ে পড়েছে ইরানের কয়েকটি গণমাধ্যমে। গত কয়েক দিন ধরে তাকে প্রকাশ্যে দেখা না যাওয়ায় এবং কোনো ভিডিও বার্তা না দেওয়ায় এ নিয়ে আলোচনা আরও জোরালো হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এসব তথ্যের কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ বা অস্বীকার পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার (১০ মার্চ) ইরানের বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বার্তা সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া কয়েকটি বিষয় এসব জল্পনার পেছনে কাজ করছে

১. নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত চ্যানেলে তার শেষ ভিডিও পোস্ট হওয়ার প্রায় তিন দিন হয়ে গেছে এবং তার শেষ ছবি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় চার দিন হয়ে গেছে। এরপর, নেতানিয়াহুর নামে যে কয়েকটি বক্তব্য দেওয়া হয়েছিল তা টেক্সট-ভিত্তিক।

২. নেতানিয়াহুর শেষ ভিডিওর আগে, প্রতিদিন কমপক্ষে একটি ভিডিও, এবং

কখনও কখনও তিনটি পর্যন্ত ভিডিও প্রকাশিত হত। তবে, গত তিন দিনে একটিও ভিডিও না থাকায় জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে।

৩. বেশ কয়েকটি হিব্রু সূত্র জানিয়েছে, ৮ মার্চ এমন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে নেতানিয়াহুর বাড়ির চারপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, বিশেষ করে সম্ভাব্য আত্মঘাতী ড্রোন মোকাবিলা করার জন্য।

৪. বলা হচ্ছে, জ্যারেড কুশনার (ট্রাম্পের জামাতা) এবং স্টিভ উইটকফ (ট্রাম্পের বিশেষ প্রতিনিধি) এর ইসরায়েলে পরিকল্পিত সফর বাতিল করা, যা আজ (মঙ্গলবার) নির্ধারিত ছিল, এই পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

৫. এলিসি প্যালেসও কল সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রতিবেদনে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে
ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন
সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

# তোমাদের বাপ-মায়ের বিয়ের আগে থেকে রাজনীতি করি: মির্জা আব্বাস

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** রাজনীতিতে যারা মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের মাধ্যমে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছেন, তাদের কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মির্জা আব্বাস। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) বিকেলে রাজধানীর

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মালটিমিডিয়া রিপোর্টার্স ইউনিটি আয়োজিত এক ইফতার ও দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।

যারা তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে সমালোচনা করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে মির্জা আব্বাস বলেন, 'আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার এক বছরের না, বহু বছরের। তোমাদের অনেকের তখন জন্ম হয় নাই, এমনকি বাপ-মায়েরও বিয়ে হয় নাই। সুতরাং এই ক্যারিয়ারকে টোকা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করো না।'

তিনি সমালোচকদের মিথ্যাচার ও অপবাদ দেওয়া বন্ধ করে নিজেদের ক্যারিয়ার গঠনের দিকে নজর দিতে পরামর্শ দেন।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'কার বিরুদ্ধে স্লোগান দেন? এই সরকার নির্বাচিত সরকার। আপনারা ভাববেন না যে এই সরকার আওয়ামী লীগের মতো রাতের ভোটের সরকার। এটি কোটি লোকের ভোটে নির্বাচিত সরকার।' তিনি উল্লেখ করেন যে, দাবি জানানোর নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারকে বিব্রত করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

কিছু মানুষের ক্ষমতার লোভ দেশকে অস্থিতিশীল করতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা আহ্বান জানাবো এই রমজান মাসে আপনারা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করবেন না। রোজা মুখে মিথ্যা কথা বলবেন না, অপপ্রচার করবেন না এবং গালিগালাজ করবেন না।' তিনি আরও বলেন, মানুষের আচরণেই তার বংশ ও মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। শরীরে সুন্নতি লেবাস ও মুখে দাড়ি রেখে রোজা মুখে গালিগালাজ করলে সেই রোজার কোনো সার্থকতা থাকে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মির্জা আব্বাস বর্তমান সরকারের জনহিতকর কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ফ্যামিলি কার্ড' বিতরণ শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে 'কৃষক কার্ড' আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলো বিএনপির ৩১ দফা অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে তিনি বর্ণনা করেন।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি শাহরিয়ার নাঈমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর, সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদ এবং এনপিপির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদসহ সংগঠনের শীর্ষ নেতারা।

# এমপিদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, প্রতি শনিবার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের নির্দেশ

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া থেকে রক্ষা পেতে সবাইকে বাসাবাড়ি এবং আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সরকারের পক্ষ থেকেও আগামী ১৪ মার্চ (শনিবার) থেকে প্রতি সপ্তাহে সারা দেশে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হবে বলে জানান তিনি।

আজ বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি সপ্তাহের শনিবার এমপিসহ জনপ্রতিনিধিদের এলাকার নিজ নিজ বসতবাড়ি এবং আশপাশের এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ডেঙ্গু কিংবা চিকুনগুনিয়ার মতো মরণঘাতী রোগ জনগণের প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমরা সবাই সচেতন হলে ডেঙ্গু কিংবা চিকুনগুনিয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, এডিস মশার কামড় থেকে মানুষ ডেঙ্গু কিংবা চিকনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়। সুতরাং ডেঙ্গু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আগে থেকেই সব প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।'

বর্ষাকালে জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে এডিস মশা জন্মায়। তিন দিন পানি জমে থাকলেই সেখানে মশা জন্মাতে

পারে। কীটতত্ত্ববিদ এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মশার প্রজনন নিয়ন্ত্রণের জন্য ড্রেন, ডোবা, নর্দমার মতো যেসব জায়গায় পচা পানি জমে থাকার সুযোগ রয়েছে, সেগুলো পরিষ্কার করে রাখাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, 'ফুলের টব, ড্রাম, বালতি, পরিত্যক্ত টায়ার, ডোবা, বাড়ি বা বাসার ছাদে পানি জমতে দেবেন না।

পানির ট্যাংক ঢেকে রাখা জরুরি। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার বাড়ি বা বাসার ভেতর-বাহির পরিষ্কার রাখুন।'

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সবচেয়ে কার্যকর উপায় জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আগামী ১৪ মার্চ থেকে প্রতি সপ্তাহে সারা দেশে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে। এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে স্থানীয় প্রশাসন কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করছে।'

তিনি বলেন, 'নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান চললে আসন্ন দিনে ডেঙ্গু কিংবা চিকুনগুনিয়ার মতো মরণঘাতী জ্বর থেকে জনগণ নিজেদেরকে রক্ষা করতে সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের সরকারের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল নীতি হচ্ছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর–প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম।'

তারেক রহমান বলেন, 'কোথাও ময়লা পানি জমে থাকতে দেবেন না। নিজের বাসাবাড়ি এবং আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখুন। এডিস কিংবা চিকুনগুনিয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করুন, নিজেদের রক্ষা করুন, অপরকে রক্ষা করুন।'


dragon security

SIA সিকিউরিটি লাইসেন্স করতে চান?

আপনি কি সিকিউরিটি কোর্স এবং লাইসেন্স করতে চান?
Classroom based with E-learning (ACT)
প্রত্যেক সপ্তাহে সার্টিফাইড ক্লাশ, আর দেরী নয়, আজই বুকিং দিন!

DOOR SUPERVISION (SIA)
CCTV SURVEILLANCE (SIA)
SECURITY GUARD (SIA)
SIA TOP-UP REFRESHER
CSCS CARD

Head Office: Room 207
2-4 Commercial Street (2nd Floor)
London E1 6LP
(Nearest Train Station:
Aldgate East, Liverpool Street and
Fenchurch Street Station)

Book & Pay online
www.dragon-security.com

Email : info@dragon-security.com
Tel : 0208 127 1770, 0776 9063 939

WHITECHAPEL | FOREST GATE | SOUTHALL | WEMBLEY | SLOUGH | LUTON

15 years of experience within the private security industry

TERMS & CONDITION APPLY

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants

We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.

• Competitive fees • Excellent services

SKILLED WORKERS UK

First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ

Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info\skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

ALI'S LAW CHAMBERS
Your Partner in Legal Excellence

CONTACT US FOR EXPERT LEGAL ASSISTANCE

আমাদের সেবা সমূহ

• স্পাউজ, ডিপেন্ডেন্ট এবং ভিজিট ভিসা।
• স্টুডেন্ট এবং গ্রেজুয়েট ভিসা
• ফারদার লিভ টু রিমাইন (এফএলআর)
• EEE & EU প্রি সেটেল্ড এবং সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন
• ইন্ডিফিনিট লিভ টু রিমেইন (আইএলআর)
• ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন
• সেলফ্ স্পনসরশীপ ভিসা
• স্কিল্ড ওয়ার্কার এবং কেয়ার ওয়ার্কার ভিসা
• এডমিনিস্ট্রেটিভ এবং জুডিশিয়াল রিভিউ (সাইনপোস্টিং)
• আপিলস টু দা ট্রাইবুনাল (সাইনপোস্টিং)

Immigration Advice Authority
ico. Information Commissioner's Office
IAA Reg: F202434165

অভিজ্ঞতা

• দশ বছরেরও বেশি আইনি অভিজ্ঞতা
• প্রমাণিত উচ্চ সাফল্যের হার
• স্বচ্ছ, ক্লায়েন্ট-প্রথম মনোভাব
• ব্যক্তিগতকৃত ইমিগ্রেশন সমাধান
• ব্যবসা ও ব্যক্তিগত-উভয়ের জন্য সর্বাঙ্গীন সহায়তা

Find us
119 New Road (1st Floor), London E1 1HJ
020 3645 1099
07502 299 510
admin@alislawchambers.co.uk
www.alislawchambers.co.uk

## হাদি হত্যায় নাটকীয় মোড়

# অনেকের ঘুম হারাম

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** অন্তহীন কৌতূহল। বিস্তর গুঞ্জন। টানটান উত্তেজনা। একটিমাত্র খবরকে কেন্দ্র করেই। আলোচনার জাল চারদিকে। সীমান্ত পেরিয়ে ওপারেও। খবরটা এলো ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে। শহীদ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগী আলমগীর হোসেন ভারতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। খবরটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে

বাংলাদেশে। কারণ আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের রাজনীতি নতুন এক মোড় নিয়েছিল। ১২ ডিসেম্বরের কথা। ক'দিন আগেই নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করা হয়েছে। ওসমান হাদি নিজেই একজন প্রার্থী। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদি টিভির পর্দায় তখন সরব। বিএনপির হেভিওয়েট প্রার্থী মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এরমধ্যেই ঘটে যায় নির্মম-নিষ্ঠুর এই হত্যাকাণ্ড।

রাজনীতিতে তখন ওলট-পালট অবস্থা। অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে যায় নির্বাচন। ভারতবিরোধী রাজনীতি আরও চাঙ্গা হয়। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারতের হাত রয়েছে- এমনটাও বলা হয়। ইউনূস প্রশাসন তটস্থ। শাহবাগে লাগাতার অবস্থান শুরু হয়। সবার দৃষ্টি শাহবাগের দিকেই। সিঙ্গাপুর থেকে তখন খবর আসে ওসমান হাদি আর নেই। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে জনতা। প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, উদীচী আর ছায়ানটে চালানো হয় আগুন সন্ত্রাস। প্রফেসর ইউনূস সবাইকে শান্ত থাকতে বলেন। পরিস্থিতি তখন অশান্ত, উত্তাল। বলাবলি ছিল হত্যাকারী অবশ্যই ভারতে চলে গেছে। যদিও আখেরে তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কীভাবে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হলো এ নিয়ে পর্দার আড়ালের অনেক খবর চাউর হয়ে আছে। দু'দেশের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানই নাকি এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের জট খুলতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দার হাতে খবর ছিল- শ্যুটার মাসুদ আর আলমগীর দু'জনেই পশ্চিমবঙ্গে লুকিয়ে রয়েছে। অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন তারা। যদিও তৎকালীন সরকার তাদের কোনো কার্যক্রমই আমলে নেয়নি। ১৮ মাস শাসনকালে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের দেয়া কোনো তথ্য যাচাই বাছাই করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা যখন হুমকির মুখে তখনও তাদের আড়ালে রাখা হয়।

অবিশ্বাস আর সন্দেহ সরকারপ্রধানকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সরকারের ভেতরকার এবং বাইরের একটা শক্তি মিলে নানা খেলায় মত্ত ছিল। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল- নির্বাচন বিলম্বিত করা। কিন্তু প্রধান রাজনৈতিক শক্তি নির্বাচনের ব্যাপারে ছিল অবিচল। তারা সরকারকে বারবারই বলেছে, নির্বাচন বিলম্বিত করার কোনো সুযোগ নেই। মেজর জেনারেল মোহাম্মদ কায়সার রশিদ চৌধুরী ২২শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্ব পান। এর কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ভারত সফরে যান। সেখানে তিনি 'র' প্রধান পরাগ জৈনর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। সম্ভবত এই বৈঠকে জেনারেল কায়সার কিছু তথ্য আদান-প্রদান করেন। এই তথ্যের সূত্র ধরেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হন ওসমান হাদির হত্যাকারী পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করছে। এর পরপরই তাদেরকে বনগাঁ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলাদেশ-ভারত বন্দি বিনিময় চুক্তির অধীনেই শ্যুটার ফয়সাল করিম মাসুদ ও আলমগীরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই কনস্যুলার অ্যাক্সেস চেয়েছে। এই যখন অবস্থা তখন ঢাকায় অনেকের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। হাদি হত্যার পেছনে আসলে কারা জড়িত ছিল। কারা নির্বাচনকে অনিশ্চিত করতে চেয়েছিল। ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করেছিল। কারা চেয়েছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারতে!

# লাইভে এসে ২০ দিনের কাজের হিসাব দিলেন হাসনাত আবদুল্লাহ

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ তাঁর নির্বাচনী এলাকার উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (১০ মার্চ) দিবাগত মধ্যরাতে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে লাইভে এসে তিনি এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

লাইভে হাসনাত আবদুল্লাহ জানান, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সংসদ সদস্য

হিসেবে শপথ নেওয়ার পর গত তিন সপ্তাহে তিনি মূলত এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, প্রশাসনিক কাঠামো এবং সরকারি সেবার মান যাচাইয়ের কাজ করেছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি সরকারি কাজের তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে।

দেবীদ্বারের রাস্তাঘাটের দুরবস্থাকে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি জানান, বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, এলজিইডি এবং পিআইও অফিসের অধীনে বেশ কিছু সড়কের উন্নয়ন কাজ চলছে। বর্ষার আগেই এসব কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করার কড়া নির্দেশ দেন তিনি। একই সঙ্গে একাধিক কাজ নিয়ে ধীরগতিতে করার প্রবণতা বন্ধের আহ্বান জানান।

আসন্ন ঈদ উপলক্ষে সরকারি বরাদ্দের তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান, দেবীদ্বার পৌরসভায় ৩ হাজার ৮১টি এবং ১৫টি ইউনিয়নে ২০ হাজার ৬৩৫টি ভিজিএফ কার্ড বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কার্ডের বিপরীতে ১০ কেজি করে চাল প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রতি নির্দেশ দেন তিনি।

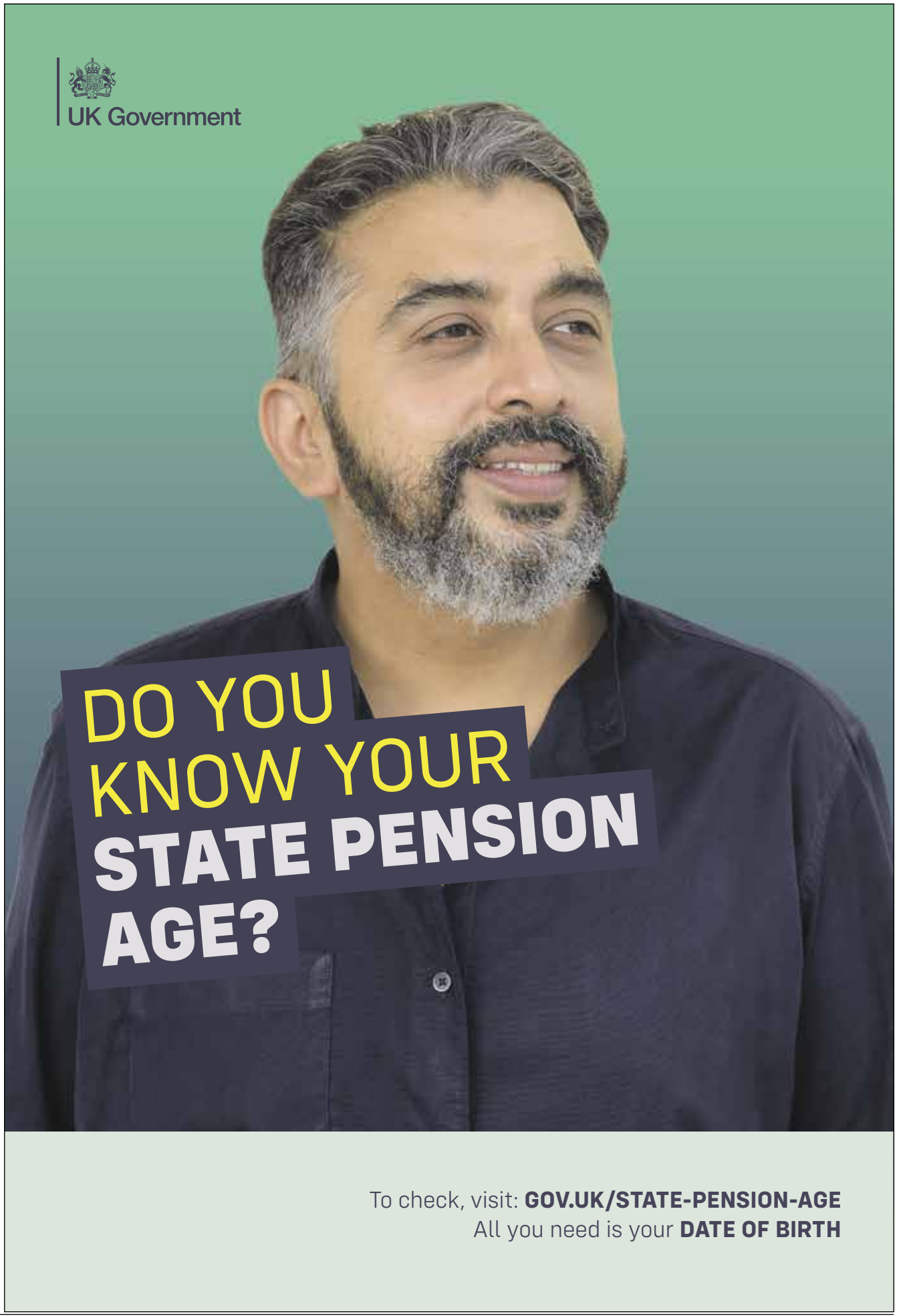

# সংরক্ষিত আসনে জামায়াতে ইসলামীর নারী প্রার্থী যারা

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে ১২ জনের প্রার্থী তালিকা তৈরি করেছে জামায়াতের মহিলা বিভাগ। আগামী ১২ই মার্চ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে চায় তারা। এজন্য নবীন-প্রবীণ মিলে ১২ নারী নেত্রীর নামের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। জামায়াতের নীতিনির্ধারণী ফোরাম যাচাই বাছাই শেষে নারী প্রার্থীদের চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবে বলে দলীয় সূত্র জানায়।

সূত্র মতে, আগামী ১২ই মার্চ বসছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন। তার আগেই সংরক্ষিত নারী আসনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে চায় প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী। এরই অংশ হিসেবে ১২ নারী নেত্রীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে।

জামায়াতের দায়িত্বশীল এক নেতা জানিয়েছেন, গত ১২ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে যেসব অঞ্চলে প্রার্থী দিয়ে জামায়াত আসন পায়নি, সেসব অঞ্চল থেকে সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থীদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এর বাইরে সংসদের উচ্চকক্ষ এবং আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্যও নারীনেত্রীদের প্রস্তুত করছে দলটি। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে জামায়াত এককভাবে ৬৮ আসনে জয় পেয়েছে। প্রতি ছয় সাধারণ সদস্যের বিপরীতে একটি সংরক্ষিত নারী আসন প্রাপ্ত হয়। এই অনুপাতে সংরক্ষিত ৫০ নারী আসনের মধ্যে জামায়াত পাবে ১১টি।

সেই হিসেবে জামায়াতের মহিলা বিভাগ ১২ সদস্যের তালিকা দলের আমীর ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানের কাছে দিয়েছে। দলীয় ফোরামের পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি এই তালিকা চূড়ান্ত করবেন। জামায়াত সূত্রের দাবি, ১২ জনের তালিকায় রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য, ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সাবেক নেত্রী, গণমাধ্যমে পরিচিত মুখসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নারী নেত্রীরা। তাদের মধ্যে আছেন মহিলা বিভাগের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক নুরুন্নিসা সিদ্দিকা, ছাত্রী সংস্থার সাবেক সভানেত্রী ও জামায়াতের পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্সের প্রধান ডা. হাবিবা চৌধুরী সুইট, ড. ফেরদৌস আরা বকুল, প্রকৌশলী মারদিয়া মমতাজ, ডা. আমিনা বেগম, শাহানারা বেগম, বেগম রোকেয়া আনসার, এডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী, ছাত্রী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী খোন্দকার আয়েশা বেগম, ছাত্রী সংস্থার আরেক সাবেক সভানেত্রী ডা. হাবিবা আখতার চৌধুরী, সাঈদা রুম্মান, জান্নাতুল কারীম। তবে চূড়ান্ত মনোনয়নে এই তালিকায় যোগ-বিয়োগ হতে পারে।

দলীয় সূত্র জানায়, ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে জামায়াতের চার নারী সংরক্ষিত আসনে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৯৬ সালেও দলটির দুই নারী সংরক্ষিত আসনে সদস্য হয়েছিলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ পর্যন্ত সরাসরি নারী প্রার্থী না দিলেও ২০১৪ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জামায়াত মনোনীত ৩৬ জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

২০০১-০৬ মেয়াদে সংরক্ষিত আসনে জামায়াত মনোনীত সদস্য ছিলেন- জামালপুরের সুলতানা রাজিয়া, জামায়াতের বর্তমান আমীর ডা. শফিকুর রহমানের স্ত্রী ডা. আমিনা বেগম (সিলেট), রাজশাহী থেকে শাহানারা বেগম ও সাতক্ষীরা থেকে বেগম রোকেয়া আনসার। ত্রয়োদশ সংসদের সংরক্ষিত আসনে তাদের মধ্য থেকে অন্তত দু'জন নারী প্রার্থী আছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে মহিলা বিভাগের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক নুরুন্নিসা সিদ্দিকা রয়েছেন। তিনি বলেন, নবীন-প্রবীণ এবং তৃণমূলের সমন্বয়ে আমরা নারী প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করেছি। তবে সেটা কোনোভাবেই চূড়ান্ত নয়। দলের নীতিনির্ধারণী ফোরাম সেটা যাচাই-বাছাই করবেন। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবের বাইরের নারী নেত্রীদের মনোনয়ন দেয়ার এখতিয়ার ফোরামের আছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ইতিপূর্বে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জামায়াতের নারী নেত্রীদের তেমন দেখা যেতো না। তবে জুলাই অভ্যুত্থানের পট পরিবর্তনের পর দলটির নারী শাখা প্রকাশ্যে সভা-সমাবেশ করেছে। গণমাধ্যমেও হাজির হয়েছেন অনেকেই। এর মধ্যে ছাত্রী সংস্থার সাবেক সভানেত্রী ও জামায়াতের পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্সের প্রধান ডা. হাবিবা চৌধুরী সুইট, ড. ফেরদৌস আরা বকুল, প্রকৌশলী মারদিয়া মমতাজ, সাবিকুন্নাহার মুন্নির নাম উল্লেখযোগ্য। জামায়াতের বিভিন্ন সভা সেমিনার এবং গণমাধ্যমের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে তাদের।

সূত্রের দাবি, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য মতিউর রহমান আকন্দের স্ত্রী সাবিকুন্নাহার মুন্নী জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। তাকে ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়ন দেয়া হতে পারে। টকশোতে সাবলীল বক্তৃতা করে আলোচনায় আসা জামায়াতের মহিলা বিভাগের প্রকৌশলী মারদিয়া মমতাজের নামও সদস্য তালিকায় আছেন বলে জানা যায়। মারদিয়া রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন।

সদ্য পুনর্গঠিত জামায়াতের ৮৮ সদস্যের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে যুক্ত হয়েছেন ২১ নারী। এই নারী সদস্যদের বেশির ভাগ জামায়াতের মহিলা বিভাগের এবং ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বে ছিলেন। এর মধ্যে দলের আমীরসহ দায়িত্বশীল নেতাদের স্ত্রী-কন্যাও রয়েছেন।

কর্মপরিষদের সদস্য রয়েছেন ছাত্রী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী খোন্দকার আয়েশা বেগম। তিনি একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর মীর কাসেম আলীর স্ত্রী। ছাত্রী সংস্থার আরেক সাবেক সভানেত্রী ডা. হাবিবা আখতার চৌধুরী দলটির নায়েবে আমীর ডা.সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের স্ত্রী। ছাত্রী সংস্থার সাবেক সভানেত্রী নুরুন্নিসা সিদ্দিকা, সাঈদা রুম্মান, নাজমুন নাহারও আছেন কর্মপরিষদে।

জামায়াত আমীর শফিকুর রহমানের স্ত্রী ডা. আমিনা বেগমও পরিষদের সদস্য। নির্বাহী পরিষদের সদস্য মতিউর রহমান আকন্দের স্ত্রী সাবিকুন্নাহার মুন্নী এবং কেন্দ্রীয় নেতা ফখরুদ্দিন মানিকের স্ত্রী জান্নাতুল কারীমও রয়েছে ২১ সদস্যের কর্মপরিষদে।

মহিলা বিভাগের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক নুরুন্নিসা সিদ্দিকা বলেন, দল থেকে যারা সংসদ সদস্য আছেন, তাদের পরিবারের বাইরে গিয়ে যে এলাকায় সংসদ সদস্য কম পেয়েছি অথবা সংসদ সদস্য কেউ হতে পারেননি, সংসদে সেসব জায়গার নারী প্রতিনিধিদের প্রধান্য দেয়া হবে। এতে দেশের সব অঞ্চল থেকে জামায়াতের প্রতিনিধি সংসদে থাকার সুযোগ তৈরি হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সংরক্ষিত সদস্য হিসেবে যেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রস্তাবিত নারী নেত্রীর প্রভাব, তার পেশা, স্থানীয় পর্যায়ে আগে নির্বাচন করে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন এমন নারীকে তালিকায় রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নুরুন্নিসা সিদ্দিকা বলেন, 'স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি, বুদ্ধিমত্তা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও কথার বলার যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।


Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সক্লুসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

baRakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

baRakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

# কবর থেকে কঙ্কাল তুলে অনলাইনে বিক্রি

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** রাজধানীর তেজগাঁও থানা এলাকা থেকে ৪৭টি মাথার খুলি ও মানবদেহের বিপুল পরিমাণ হাড়সহ সংঘবদ্ধ মানব কঙ্কাল চোর চক্রের ৪ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিএমপি'র তেজগাঁও থানা পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো- কাজী জহুরুল ইসলাম ওরফে সৌমিক, আবুল কালাম, আসাদুল মুন্সী ওরফে জসিম ওরফে এরশাদ, ফয়সাল আহম্মেদ। গ্রেপ্তারকৃত ৪ জনের মধ্যে ২ জন সাপ্লোরো ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্র। গ্রেপ্তারের সময় ক্যাম্পাসের হোস্টেলের একটি রুম থেকে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় ও বিভিন্ন ব্যাগ-বস্তা থেকে ৪৭টি মাথার খুলিসহ মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের হাড় উদ্ধার করা হয়। কঙ্কালগুলো তারা ক্রেতাদের কাছে অনলাইনের মাধ্যমে বিক্রি করতো। মঙ্গলবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডিএমপি'র তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ ইবনে মিজান।

তিনি বলেন, তেজগাঁও থানা সূত্রে জানা যায়, থানা এলাকার আভিযানিক টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে তেজগাঁও থানাধীন মনিপুরীপাড়া রাস্তার উপর অবৈধ উপায়ে কবরস্থান থেকে মানব কঙ্কাল সংগ্রহ করে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তি অবস্থান করছে। পরে সোমবার রাত আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিটে কাজী জহুরুল ইসলাম ওরফে সৌমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে একটি মানব কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী সকাল অনুমানিক ৭টা ১০ মিনিটে তেজগাঁও কলেজের সামনে থানাধীন সাপ্লোরো ডেন্টাল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেলে অভিযান চালিয়ে ফয়সাল আহম্মেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে কক্ষ নং-৪০২ এ ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় ৪৪টি মানব কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় একটি মামলা হয়।

অভিযান পরিচালনা করে মো. আবুল কালাম ও আসাদুল মুন্সী ওরফে জসিম ওরফে এরশাদকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে দুইটি মানব কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী একইদিন দুপুর অনুমানিক সাড়ে তিনটায় দেশের বিভিন্ন কবরস্থান থেকে অবৈধভাবে গোপনে কবর খুঁড়ে মানব কঙ্কাল চুরি করে রাখা উত্তরা পশ্চিম ডিসি ইবনে মিজান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এই চক্র গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন কবরস্থান থেকে মানব কঙ্কাল চুরি করে বিভিন্ন জনের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতো বলে স্বীকার করেছে। গ্রেপ্তার আবুল কালামের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানায় ২১টি এবং আসাদুল মুন্সী ওরফে জসিম ওরফে এরশাদের বিরুদ্ধে দুইটি মামলা রয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে ডিসি বলেন, তারা প্রাথমিকভাবে এই কঙ্কালগুলো ৬ থেকে ৮ হাজার টাকায় কিনে পরে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে। তারা যে কঙ্কাল বিক্রি করেন এটা তাদের ক্যাম্পাসের অনেকেই জানে। যখন কেউ কঙ্কাল কিনতে আসে বা অনলাইনে বুকিং দেয় তাদের নির্দিষ্ট সময় দেয় এবং তাদের কাছে কঙ্কাল বিক্রি করে। তাদের কাস্টমার হচ্ছে বেশির ভাগ মেডিকেল স্টুডেন্ট। আরও অন্যান্য চক্র আছে যারা কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করে। এই প্রসেসের সঙ্গে গ্রেপ্তার ৪ জনই যুক্ত। আরেকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একটি লাশ কবরস্থ হওয়ার পর এরা অবজার্ভ করে। আর এক বছর পর এটা উত্তোলনের চেষ্টা করে। তবে যে কবরস্থানগুলো বেশি সুরক্ষিত সেখানে তারা কিন্তু এই কাজগুলো করতে পারে না। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কবরস্থান দেখা যায়, ১০-২০টি থেকে ৫০টি কবর থাকে, যেটা অরক্ষিত, পাহারাদার থাকে না, সিসি ক্যামেরা থাকে না, লোকজনের যাতায়াত কম, সেসব জায়গায় তারা টার্গেট করে। পরে তাদের যে এজেন্ট আছে অথবা তাদের যে লোক বলা আছে, তাদের দিয়ে কঙ্কালগুলো সংগ্রহ করে। সেটা কেমিক্যালের মাধ্যমে প্রসেস করে তারপর তারা ফিটিং করে।

# খণ্ডিতভাবে ডেপুটি স্পিকার চাচ্ছি না, আমরা চাই প্যাকেজ: জামায়াত আমির

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, 'জুলাই সনদেই আছে যে একজন ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে হবেন। আমরা খণ্ডিতভাবে এটা চাচ্ছি না, আমরা চাই প্যাকেজ, আমরা চাই পিস মিল; পুরোটাই সেখানে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হোক এবং এর ভিত্তিতে আমরা যেন আমাদের ন্যায্য দায়িত্ব পালন করতে পারি।'

বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম অধিবেশন সামনে রেখে বুধবার জামায়াতসহ বিরোধীদলের সংসদ সদস্যদের বৈঠক হয়। বৈঠকের পর ডেপুটি স্পিকার পদের বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াতের আমির সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের আমির বলেন, 'সরকার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, কথা বলেছে। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমরা চাই, জুলাই সনদের সংস্কারের প্রস্তাবগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়ন হোক। এর আলোকে বিরোধী দলের যতটুকু পাওনা, আমরা ততটুকু চাই, এর বেশি চাই না।'

বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা সংবিধান সংস্কার পরিষদ ও সংসদ সদস্য–দুটি শপথই নিয়েছে উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, 'দুঃখের বিষয় এখন পর্যন্ত সরকারি দল প্রথম শপথটি নেয়নি।'

ক্ষমতাসীনদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, 'আসুন জুলাইকে সম্মান করি। চব্বিশ থাকলেই ছাব্বিশ হবে, নইলে ছাব্বিশের অস্তিত্ব থাকে না। চব্বিশকে অমান্য বা অগ্রাহ্য করে পাশ কাটিয়ে ছাব্বিশ জাতির জন্য কোনো সুখবর নয়। আমরা আশা করতে চাই, সরকারি দল এই কাজটি দ্রুত

সম্পন্ন করবে।'

দেশের ৬৯ ভাগ মানুষ গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে রায় দিয়েছেন উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, 'এটাকে অগ্রাহ্য করার কোনো সুযোগ নেই। আমরা এর পক্ষে ভূমিকা রেখে যাব এবং আমরা চাইব যে চারটি বিষয় গণভোটে দেওয়া হয়েছিল, তার সবগুলো হুবহু গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হোক।'

সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ নিয়ে জামায়াত কী ভূমিকা নেবে, জানতে চাইলে শফিকুর রহমান বলেন, 'আমরা অনেক আলাপ-আলোচনা করেছি এ ব্যাপারে। কালকে আমাদের ভূমিকা দৃশ্যমান আপনারা দেখবেন।


LS Londonium Solicitors

আপনার যে কোনো আইনি
সহায়তার জন্যে যোগাযোগ করুন
**Mobile: 07438 163 373**

PRACTICE AREAS:
- Immigration & Asylum
- Criminal Defence
- Family
- Children (Public & Private)
- Medical Negligence (No win no fee)
- Housing
- Personal Injury (No win no fee)
- Litigation
- Business & Employment
- Landlord & Tenant
- Mental Health

LEGAL AID SERVICES:
- Police Station Representation & Criminal Defence
- Family & Children Law
- Immigration & Asylum
- Mental Health
- Housing
- Welfare Benefits
- Debt

**Emdadul Hussain Forhad**
Legal Consultant at Londonium Solicitors
Barrister-at-Law of Lincoln's Inn (NP)
BPC, LLM - University of Law
LLM in Commercial Law - UWE Bristol
LLB(Hons) - BPP University

07438 163 373
020 7377 5055
forhad@londoniumsolicitors.co.uk
www.londoniumsolicitors.co.uk
Unit 1, 14-16 (Ground & First floor)
1, 13 Adler St, London E1 1EG

# সংসদের প্রথম অধিবেশনে থাকছেন গুলিবিদ্ধ নাফিজকে বহনকারী সেই রিকশাচালক

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** জুলাই অভ্যুত্থানের সময় গুলিবিদ্ধ কিশোর গোলাম নাফিজকে রিকশায় করে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করে আলোচনায় আসা রিকশাচালক নূর মোহাম্মদ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

বুধবার (১১ মার্চ) তিনি জানান,

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিতব্য সংসদের প্রথম অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ জন্য তিনি জাতীয় সংসদ ভবন থেকে আমন্ত্রণপত্রও সংগ্রহ করেছেন। নূর মোহাম্মদ বলেন, এটি তার জীবনের বড় পাওয়া।

২০২৪ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে সংঘর্ষের মধ্যে ১৭ বছর বয়সী গোলাম নাফিজ গুলিবিদ্ধ হন। তিনি বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন এবং পরিবারসহ রাজধানীর মহাখালীতে বসবাস করতেন।

পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য অনুযায়ী, ৪ আগস্ট বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ফার্মগেটের পদচারী-সেতুর নিচে নাফিজ গুলিবিদ্ধ হন। পরে পুলিশ তাকে একটি রিকশায় তুলে দিলে রিকশাচালক নূর মোহাম্মদ তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তবে পথে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা বাধা দিলে তিনি নাফিজকে নিয়ে খামারবাড়ির দিকে চলে যান।

গুলিবিদ্ধ নাফিজকে রিকশার পাদানিতে তুলে দেওয়া হয়। তখনো রড ধরে রেখেছিল নাফিজ। দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার ফটোসাংবাদিক জীবন আহমেদের তোলা এই ছবি দেখেই মা-বাবা হাসপাতালের মর্গে খুঁজে পান ছেলের মরদেহ

সে সময় দৈনিক মানবজমিনের ফটোসাংবাদিক জীবন আহমেদ রিকশার পাদানিতে ঝুলন্ত অবস্থায় নাফিজের কয়েকটি ছবি তোলেন। পরে ৪ আগস্ট রাতের পর সেই ছবি পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত হলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ছবির মাধ্যমেই নাফিজের পরিবার তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে।

ছবিতে রিকশার পেছনে থাকা একটি মুঠোফোন নম্বর দেখে নাফিজের পরিবারের সদস্যরা নূর মোহাম্মদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন।

ঘটনার পর নূর মোহাম্মদ জানান, সেদিন তিনি ফার্মগেটে চলমান সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে যান। তখন এক পুলিশ তাকে ডেকে নিয়ে গেলে অন্যরা তার রিকশায় একজনকে তুলে দেন। প্রথমে তিনি ফার্মগেটের একটি হাসপাতালে নিতে চাইলে বাধার মুখে সেখানে ঢুকতে পারেননি। পরে খামারবাড়ি এলাকায় গেলে কয়েকজন নাফিজকে একটি অটোরিকশায় তুলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।

পরে গত ৭ নভেম্বর জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে নূর মোহাম্মদের সেই রিকশাটি হস্তান্তর করা হয়। এক ব্যবসায়ী তার কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকায় রিকশাটি কিনেছিলেন।

# গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান মির্জা ফখরুলের

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেন, 'আমরা সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা বলি। তাই আমাদের অবশ্যই সেটিকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কাজ করতে হবে।'

বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) এর উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশে আজ একটি মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিবেশে আবারও সাংবাদিকদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ইফতারে মিলিত হতে পারা আল্লাহর রহমত।

মির্জা ফখরুল বলেন, বিভিন্ন সংগ্রামের সময়ে সাংবাদিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পাওয়া গেছে, তা সবসময় স্মরণ থাকবে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীদের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। তিনি মরহুম নেত্রীর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, দেশের

রাজনীতিতে বর্তমানে একটি নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের সমর্থন ও আস্থার ভিত্তিতে একটি নতুন সরকার গঠিত হয়েছে এবং আগামীকাল সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন সংসদের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব হবে এবং সংসদ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে।

তিনি বলেন, যারা গণতন্ত্র, উদার গণতন্ত্র এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, তাদের সবাইকে এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক ও উদার রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ডিইউজের সভাপতি মো. শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খুরশীদ আলমের সঞ্চালনায় ইফতার পূর্ব আলোচনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসির খান চৌধুরী, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পারওয়ার। বক্তব্য রাখেন বিএফইউজে'র সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন ও মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী।

এ সময় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবু আবদুল্লাহ এম ছালেহ ও অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ ও সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া, ডিইউজে'র সহ-সভাপতি রাশেদুল হক, যুগ্ম সম্পাদক দিদারুল আলম দিদার ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ খান উপস্থিত ছিলেন।

LAWMATIC
SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

| | |
|---|---|
| Immigration and Nationality | ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি |
| Family and Children | ফ্যামিলি ও চিলড্রেন |
| Personal Injury | পার্সোনাল ইনজুরি |
| Litigation | লিটিগেশন |
| Property, Commercial & Employment | প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট |
| Housing and Homelessness | হাউজিং ও হোমলেসনেস |
| Landlord and Tenant | ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট |
| Welfare Benefits | ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস |
| Money Claim & Debt Recovery | মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি |
| Wills and Probate | উইলস ও প্রবেট |
| Mediation | মিডিয়েশন |
| Road Traffic Offence | রোড ট্রাফিক অফেনস্ |
| Flight Delay Compensation | ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন |
| Crime | ক্রাইম |
| Conveyancing | কনভেয়েনসিং |

18 Tapestry Way, London E1 2FJ
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

## ১৪ জেলায় একযোগে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ উদ্বোধন

# ভাতা পেলেন ৩৭ হাজার নারী

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** ভোটারদের হাতের আঙুলের কালি এখনো শুকায়নি। ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ২১ দিনের মধ্যেই বাস্তবায়ন শুরু হলো বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন জোটের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রথম প্রতিশ্রুতি। গতকাল ল্যাপটপের বাটন টিপে দেশের ১৪টি জেলায় একযোগে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এসময় নারীসমাজকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের পাশাপাশি জনগণকে দেয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে বিন্দুমাত্র অবস্থান পরিবর্তন না করার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। আলোচিত প্রকল্পটি উদ্বোধন উপলক্ষে গতকাল সকাল ১১টায় রাজধানীর বনানী এলাকার টিঅ্যান্ডটি খেলার মাঠে (কড়াইল বস্তি সংলগ্ন) একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে কড়াইল, সাততলা ও ভাষাণটেক বস্তি এলাকার ১৭ জন নারীর হাতে ফ্যামিলি কার্ড তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। পরে মঞ্চে রাখা ল্যাপটপে বাটন প্রেস করে একযোগে ১৪টি জেলায় ফ্যামিলি কার্ড প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারপ্রধানের বাটন প্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে একযোগে ৩৭ হাজার ৫৬৭ জন নারীর বিকাশ অ্যাকাউন্টে ২৫০০ টাকা জমা হয়ে যায়। এরপর টাকা পেয়ে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন দু'জন নারী।

এদিকে পাইলটিং কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে দেশের ১৪টি জেলার ১৩ সিটি করপোরেশন/ইউনিয়নের ১৫টি ওয়ার্ডে ৩৭ হাজার ৫৬৭ জন নারীকে এই কার্ড দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা-১৭ আসনের কড়াইল, সাততলা ও ভাষাণটেক বস্তির ১৫ হাজার নারীকে কার্ড দেয়া হয়। এছাড়াও গতকাল মিরপুর অলিমিয়ারটেক ও বাগানবাড়ী বস্তি, রাজবাড়ীর পাংশা, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাঞ্ছারামপুর, বান্দরবানের লামা, খুলনায় খালিশপুর, ভোলার চরফ্যাশন, সুনামগঞ্জের দিরাই, কিশোরগঞ্জের ভৈরব, বগুড়া সদর, নাটোরের লালপুর, ঠাকুরগাঁও সদর এবং দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে ফ্যামিলি কার্ডের কর্মসূচি একযোগে চালু করেন সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী ও দলের নেতারা।

নারীসমাজকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করতে চাই: উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, আজকে এই ফ্যামিলি কার্ড

বিতরণের দিনটি ব্যক্তিগতভাবে খুবই ইমোশনাল। কারণ এখানে আজকে যারা আপনারা অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন, এখানে কিছু মানুষ উপস্থিত আছেন যাদের সঙ্গে বিগত অনেকগুলো বছর ধরে আমি বসে বসে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যে কীভাবে যখন সময় আমরা সুযোগ পাবো, জনগণের সমর্থন পাবো সেই ফ্যামিলি কার্ডটিকে আমরা বাস্তবায়ন করবো। আল্লাহতাআলা রাব্বুল আলামীনের রহমতে আজকে আমাদের সেই দিনটি উপস্থিত। যেই দিনে আমরা আমাদের এই অঙ্গীকার রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। সেজন্যই আজকে আমার জন্য যেমন একটি ইমোশনাল দিন, আমি মনে করি আমার সরকার এবং আমার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জন্য একটি ঐতিহাসিক এবং একটি ইমোশনাল দিন আজকে। সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনুধাবন করতে পারেন জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, এই দেশটি আমাদের প্রথম এবং শেষ ঠিকানা। এই দেশের মানুষের প্রত্যাশা বর্তমান নির্বাচিত সরকারের কাছে অনেক, সেটি আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু একইসঙ্গে আমরা যদি বাস্তবতা বিবেচনা করি এবং সমসাময়িক ঘটনা মধ্যপ্রাচ্যের যে পরিস্থিতি সকল কিছু যদি বিবেচনা করি তাহলে আমরা যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিলাম আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিশ্রুতি থেকে বিন্দুমাত্র আমরা অবস্থান পরিবর্তন করবো না। হয়তো সমসাময়িক বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য। সেজন্যই আজকে আমি সকলকে অনুরোধ করবো, এখানে যে সকল এলাকাবাসী উপস্থিত আছেন আপনাদেরকে, আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীকে এবং মিডিয়ার মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীকে যে, আসুন আমরা ধৈর্যের সঙ্গে সমগ্র পরিস্থিতি মোকাবিলা করি, আমরা ধৈর্যের সঙ্গে সুন্দরভাবে আমাদের এই দেশটিকে গড়ে তুলি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক জনসংখ্যা হচ্ছে নারী। সরকারের ভাবনা স্পষ্ট করে তিনি বলেন, তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, যদি এই এই অর্ধেক জনসংখ্যাকে পেছনে রাখা হয়, শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করা না হয়, তাহলে দেশকে কোনোভাবেই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। তারেক রহমান বলেন, আপনাদের নিশ্চয়ই সকলের খেয়াল আছে। এর আগে বিএনপি সরকার যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিল দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সেই সময় সমগ্র বাংলাদেশে তিনি নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা স্কুল পর্যায় থেকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত বিনামূল্যে করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই শিক্ষিত নারী সমাজকে আজকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন করতে চাই, অর্থনৈতিকভাবে তাদের সচ্ছল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই এবং সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান সরকার গঠনের আগেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি কীভাবে নারীদেরকে আমরা ক্ষমতায়ন করবো, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করে গড়ে তুলবো এবং তারই অংশ হিসেবে আজকে এই ফ্যামিলি কার্ড আমরা সমগ্র বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমিকভাবে ইন্ট্রোডিউস শুরু করলাম।

‘ফ্যামিলি কার্ডের’ পরীক্ষামূলক কর্মসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ইনশাআল্লাহ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার সরকার পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশে যে চার কোটি পরিবার রয়েছে সেই চার কোটি পরিবারের যারা নারী প্রধান, তাদের কাছে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ইনশাআল্লাহ পর্যায়ক্রমিকভাবে সকলের কাছে আমরা এই ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে যেতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

---

### এনসিপি নেত্রী ডা. মাহমুদা মিতু

# হাসনাত এমপি না হলে, সরকার যে খেজুর দেয় জনগণ জানতোই না

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** রমজান মাসে সরকারের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্যদের খেজুর দেওয়ার বিষয়টি সামনে এনেছেন এনসিপির নেতা ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। এ তথ্যকেই কেন্দ্র করে এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন এনসিপির আরেক নেত্রী ডা. মাহমুদা মিতু। বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে হাসনাত আব্দুল্লাহকে নিয়ে স্ট্যাটাস দেন তিনি।

ফেসবুক স্ট্যাটাসে ডা. মাহমুদা মিতু লেখেন, ‘হাসনাত আব্দুল্লাহ এমপি না হলে, সরকার যে খেজুর দেয় জনগণ জানতোই না। পেলেও জনগণ জানতো এলাকায় নেতায় পাঠিয়েছে।’

সরকারি খেজুর বিতরণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেওয়া তার এই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। তবে এ বিষয়ে কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।


ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

**Taysir Mahmud**
Editor

**Mohammad Reazul Islam**
Head of Production

**Foysol Mahmud**
News Editor

**Mohammed Rahim**
Managing Editor

**Md Abadur Rahman**
Graphic Designer

**Akhtar Mahmmad Tazul Islam**
Sub Editor

**Md. Rafiqul Islam**
Contributor

**Salman Farsi**
Sub Editor
(English Section)

**Abu Rahman**
Special Correspondent

**J. Mahmud**
IT Support

**Abul Kalam**
Dhaka Correspondent

**A.J Lablu**
Staff Correspondent, Sylhet

**Delwar Husain**
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

## হাদি হত্যার প্রধান আসামি গ্রেফতার

# দ্রুত প্রত্যাবাসন ও সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত হোক

জুলাই যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগী আলমগীর হোসেন অবশেষে ভারতে গ্রেফতার হয়েছে। যুগান্তরের খবরে প্রকাশ- শনিবার রাতে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে ভারতীয় পুলিশ। পরদিন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্সের (এসটিএফ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই আসামিদের গ্রেফতারের খবরটি স্বাভাবিকভাবেই বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষের মনে এবং জুলাই বিপ্লবের যোদ্ধাদের মাঝে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে আনবে। তবে কেবল গ্রেফতারই শেষ কথা নয়; প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো আইনি ও কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই আসামিদের দ্রুততম সময়ে দেশে ফিরিয়ে আনা। আমরা দেখেছি, এর আগে আসামিদের অবস্থান নিয়ে দুই দেশের গোয়েন্দা তথ্যে কিছুটা বৈপরীত্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তৎপরতায় যে অকাট্য তথ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ নিশ্চিত হয়েছে, তাতে আসামিদের প্রত্যর্পণে আর কোনো বড় অন্তরায় থাকা উচিত নয়।

এ হত্যাকাণ্ডের ধরন ও পরবর্তী তথ্য বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি কোনো তাৎক্ষণিক বা আকস্মিক অপরাধ ছিল না। তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, সাবেক এক যুবলীগ নেতা ও মিরপুরের এক বিতর্কিত কাউন্সিলরের সরাসরি নির্দেশনা ও সুনিপুণ পরিকল্পনায় এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এমনকি খুনিদের সীমান্ত পার করে দেওয়ার পেছনে যে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এবং ১২৭ কোটি টাকার অবিশ্বাস্য লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে, তা অনেককে রীতিমতো স্তব্ধ করে দিয়েছে। ডিবির দেওয়া চার্জশিটে বাদীর নারাজি প্রদানও প্রমাণ করে, এ হত্যার নেপথ্যে থাকা অনেক রাঘববোয়াল এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে। আমরা মনে করি, কেবল রাজপথের ভাড়াটে খুনিদের সাজা দিলেই এই বিচারের পূর্ণতা আসবে না; বরং যারা নেপথ্যে থেকে বিপুল অর্থায়ন করেছে, মাস্টারমাইন্ড হিসাবে পরিকল্পনা সাজিয়েছে এবং সীমান্ত পার করার কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা করেছে, তাদের প্রত্যেকের পরিচয় জনসমক্ষে উন্মোচন করা অত্যন্ত জরুরি।

উল্লেখ্য, এই তদন্ত প্রক্রিয়া যেন কোনোভাবেই রাজনৈতিক প্রভাব বা কোনো সাজানো ছকের বলি না হয়-এমন আশঙ্কা ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকেও বারবার প্রকাশ করা হয়েছে। হাদি হত্যার পর দেশজুড়ে যে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা ছিল ন্যায়ের শাসনের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান বন্দি বিনিময় চুক্তি বা বিশেষ আন্তর্জাতিক আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফয়সাল ও আলমগীরকে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে তাদের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

# সংসদের যাত্রা শুভ হোক

**আবদুল আউয়াল ঠাকুর**

জনপ্রত্যাশার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এ অধিবেশন আহ্বান করেছেন। এটি গত ৫৫ বছরের মধ্যে ব্যতিক্রমী সংসদ হতে চলছে। এই সংসদে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন এক-এগারোর ঝাঁঝরা হওয়া, গুম থেকে মুক্তি পাওয়া এবং ফাঁসির রশি থেকে বেঁচে যাওয়া পোড় খাওয়া অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বরা। ফ্যাসিবাদের অনলে দগ্ধ হয়েও যাঁরা বেঁচে রয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতায় সিক্ত হবে এবারের সংসদ অধিবেশন। প্রাণবন্ত হওয়ার কথা ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতন্ত্রের জয়যাত্রায়। এটি বোধ করি একটি বিরল ঘটনা। যদিও সংসদের প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা করবেন রাষ্ট্রপতি-যিনি সেই বিভীষিকাময় দিনগুলো থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের দিনগুলোর ধারাবাহিকতা। সে যা-ই হোক জাতি গভীর আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে এই অধিবেশনের জন্য। কী হয় কোন দিকে যায় তা পর্যবেক্ষণের জন্য। কেন এই অপেক্ষা, সেটিই মূল বিষয়। এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এমন এক সরকারের অধীনে যেটি গঠিত হয়েছিল ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে বিজয়ের পর। সেই নির্বাচন নিয়ে ইতোমধ্যে কিছু কথা শুরু হয়েছে। নির্বাচনে জনতার রায়ে বিরোধী দলের আসনে বসা জামায়াতে ইসলামীর আমির বলেছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের হক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এটি আমাদের কাছে পরিষ্কার। ভোটের ব্যবধানে যাদের হারানো হয়েছে তাদের ইচ্ছাকৃতভাবেই হারানো হয়েছে। কথা উঠেছে সেই পুরোনো প্যাচাল ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। তাঁর ও তাঁদের এই বক্তব্যের পর নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, নির্বাচনে গোপন কিছু করা হয়নি। ইচ্ছা করলেও কেউ কিছু করতে পারেনি। জনতার রায় নিয়ে জামায়াতের আমিরের বক্তব্য শুনে পুরোনো একটি কথা মনে পড়ে গেল। ফকল্যান্ড যুদ্ধে আর্জেন্টিনার সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার পর ফুটবল সেনাপতি দিয়াগো ম্যারাডোনা সে বছর বিশ্বকাপ ফুটবলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দেন। এরপর ব্রিটিশ গণমাধ্যম থেকে জোর প্রচারণা চালানো হয় হাত দিয়ে গোল করা হয়েছে। এর জবাবে ম্যারাডোনা বলেছিলেন এ যদি হাত হয় সে হাত ঈশ্বরের। নির্বাচনের ফলাফলের পর বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্য শুনে মনে হয় যদি হক কেড়ে নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সে হক আল্লাহই কেড়ে নিয়েছেন। তবে বিষয়টি জটিল। কারণ বিরোধী দল মন্ত্রিপরিষদের শপথে যায়নি। এখন যখন সংসদ অধিবেশন ডাকা হয়েছে তখন তিনি ওমরাহ পালন করতে গিয়েছেন। ওমরাহ এটি ধর্মীয় বিষয় হলেও নির্বাচনে তাঁকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা পালন করা আমানত।

প্রথাগতভাবে এই অধিবেশনে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করার বাইরে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা অধ্যাদেশগুলো উপস্থাপন করা হবে। ব্যতিক্রমের মধ্যে রয়েছে, গণ আন্দোলনে আওয়ামী সরকারের বিদায়ের পর স্পিকার পদত্যাগ করেছেন। ডেপুটি স্পিকার কারাগারে। আরও ব্যতিক্রম রয়েছে এবারে ভারসাম্য বিধানে ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দলকে নেওয়ার যে বিষয় রয়েছে তাতে তারা এখনো ঐকমত্য করতে পারেনি। মূল কথা সেটি নয়। এবারের অধিবেশন শুরু হচ্ছে এক ভিন্ন বাস্তবতায়। নয়া অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে অতীতের সঙ্গে তাল মেলানো অতীব জরুরি। বাংলাদেশে প্রথম সংসদ টেকেনি বাকশাল গঠনের কারণে। এরপর থেকে সংসদীয় রাজনীতির টালমাটাল পর্যায় চলছিল। বাকশাল কায়েমের মধ্য দিয়ে সংসদীয় পদ্ধতির কবর রচনা করা হয়েছিল। এটি আবার ফিরে আসে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে জনতার বিজয় হওয়ার মধ্য দিয়ে। আন্দোলনের মাঠে তিন দল সংসদীয় রাজনীতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলে নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করে সংসদীয় পদ্ধতি ফিরিয়ে আনে। সে অবস্থাতেই চলছিল। বাস্তবতা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধী দলের গোঁয়ার্তুমির কারণে সংসদ তার মেয়াদকাল পূরণ করতে পারেনি। যখন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে ছিল তখন একমুহূর্তও শান্তিতে থাকতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সংসদকে অকার্যকর করার এক আত্মঘাতী খেলায় মেতে উঠেছিল। পরিণতিতে দেখা যায়, এক-এগারো সরকার। এরপর একনাগাড়ে তিনটি সংসদ গঠিত হলো জণগণের ভোট ছাড়াই। এর বাইরে কথা হলো, স্বৈরাচার আমলে অনুগত বিরোধী দল হিসেবে কাজ করেছে ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগ ১৯৮৮ সালে জাসদ আর বিগত তিনটি সংসদে অনুগত বিরোধী দল ছিল জাতীয় পার্টি। গণ অভ্যুত্থানে এদের সবাই বিদায় হয়েছে। বিএনপিও কখনো কখনো বিরোধী দলে ছিল। বাস্তবে বিএনপি কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি করেনি যা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্রে বিরোধী দল হচ্ছে সৌন্দর্য। তারা সরকারের সঠিক এবং ইতিবাচক সমালোচনা করে দেশ ও জনগণের পক্ষে কাজ করতে সহায়তা করবে, এটাই সাধারণ নিয়ম। বাস্তবে এটি খুব একটা হয়েছে সে কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। উপরন্তু গণতন্ত্র নস্যাৎ করতেই বিরাধী দলের ইন্ধনের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কেন ব্যাপারটি এমন হয়তো তা নিয়ে যত আলোচনাই হোক না কেন মূল বিষয় হচ্ছে গণতান্ত্রিক মানসিকতার অভাব। তাল গাছ নিজের ভাগে না পেলে সালিশ না মানার অসহিষ্ণু যে প্রবণতা সেটাই কার্যকর। এই প্রবণতার মূলে রয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতা। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না গোটা জাতি গত সতেরো বছরে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে তা-ও মূলত এই অসহনশীলতা থেকেই জন্ম হয়েছে। ক্ষমতার লোভ কেন? গোটা জাতি প্রত্যক্ষ করেছে কেবল গণতন্ত্রও মানুষের মুক্তির কথা বলার কারণে কীভাবে বেগম খালেদা জিয়া নিগৃহীত লাঞ্ছিত হয়েছেন। তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এমনকি ভয়াবহ প্রতিহিংসা থেকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়েছে। এই বাস্তবতা থেকে গোটা জাতির প্রত্যাশা ছিল একটি গ্রহণযোগ নির্বাচনের। ব্যাপরটি কোনো কঠিন বিষয় ছিল না।

অথচ কায়েমি স্বার্থবাদিতা এমন একপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে কারণে মানুষের অধিকারকে পদদলিত করে ব্যক্তি স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এসব কাজে কার্যত মহান সংসদকে ব্যবহার করা হয়েছিল। হাস্যকর ভাবে বলা হতো সময় রক্ষার নির্বাচন। আরও কত কী? ভাবখান এমন যে সময় রক্ষা করা না গেলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। সংসদকে এড়িয়ে জনগণের দাবিকে পায়ে দলে কীভাবে একটি দেশকে জনগণকে পদানত করা হয়েছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ অতীতের ফ্যাসিবাদী সরকার। এসব জঞ্জাল চলতি সংসদে কতটা দূর করা যাবে বলা কষ্টকর, তবে এসব উহ্য রেখেও চলা সম্ভব নয়। পেছনে ফ্যাসিবাদ। সামনে গণতন্ত্র। যাঁরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন, তাঁরা সবাই কোনো না কোনোভাবে ফ্যাসিবাদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। আসলে এই ঘৃণ্য ফ্যাসিবাদকে মোকাবিলা করার বিপরীতে যদি নয়া ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়া স্থান করে নেয়, সেটি হবে নয়া বিপদ। যেভাবেই বলা যাক না কেন লক্ষণ খুব সুবিধার নয়। শুরু থেকেই যদি নির্বাচিত বিরোধী দল মনে করে তাদের স্বপ্ন হক কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে কে নিল? তারা কারা? খুব ছোট করে বলি, যদি তারা নির্দলীয় সরকারের কথা বলেন তাহলে তো বলতেই হবে এটি গঠন করেছিলেন আপনারাই। নির্দলীয় সরকারের উপদেষ্টাদের তো আপনারাই মনোনয়ন দিয়েছেন। তখন যা যা বলেছেন তার রেকর্ড পুনরায় শুনে নিন। নির্বাচনের সময়ও যা যা বলেছেন তার পুনঃ শুনানি হতে পারে। এমন কোনো শব্দ ও ভাষা নেই, যা নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করেননি। আসলে যে কথাটা আপনারাও বলেছেন অর্জন অনেক আছে। এবারেও নিজেরা জোট করেছেন। কথা বলেছেন ভোটের বাজারেও গিয়েছেন দামদস্তুর করেছেন, যা পাবার তাই পেয়েছেন। এটা কিন্তু একটা ব্যারোমিটার সমর্থনের। কতটা কাছে গিয়েছেন এবং কেন যেতে পারেননি। আসলে জনগণ কী আপনাদের কথায় বিশ্বাস করেছে না আতঙ্কিত হয়েছে নাকি সঠিক ভাবেনি সে কথাও দেখার এবং ভাববার বিষয়। ভোট তো আসলে গোপন ব্যাপার। জনমতের নানা বিবরণ দিয়েছেন ক্ষমতার মসনদে, যাবার জন্য যতটা আওতায় আসে তার সবটাই ব্যবহার করেছেন। হাজার হাজার জনতা আপনাদের কথা শুনেছে। অবশেষে তারা তাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সেটি যদি হক কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে গণতন্ত্রের বড় কথা জনতার রায় মেনে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হবে কী? প্রশ্নটা সবার জন্য। অতীতে যারা জনগণের রায় মানেনি, মানতে চায়নি, মানতে পারেনি, তার ফলাফল হলো দুপুরের খাবার সামনে নিয়ে খেতে পারেনি। বর্তমান প্রেসিডেন্টের ভাষায় তাঁর কাছে আসতে চেয়েও পারেনি। হুকুম তামিল করার কাউকে পাওয়া যায়নি। এটি হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক প্রবণতা ও অগণতান্ত্রিকতার মধ্যকার পার্থক্য। গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী বেগম জিয়া যেমনি বলেছিলেন এ দেশ ছাড়া আমার কোনো ঠিকানা নেই, তেমনি দেশের মানুষ মহাসম্মানের সঙ্গে তাঁকে সমাহিত করেছে। এটিও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার এক মহা সৌন্দর্য।

একজন সম্পাদক তাঁর এক লেখায় বলেছিলেন মৃত্যুর চেয়েও খারাপ বিষয় রয়েছে। আসলে এবার যে সংসদ শুরু হচ্ছে তার মূল সুর যদি ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা হয় তাহলে এক কথা। যদি অন্য কোনো সুর থাকে তাহলে বুঝতে হবে আগামী দিনগুলোতে ভয়াবহ বাস্তবতা অপেক্ষা করছে। ফ্যাসিবাদের আঁতাত নেই জনগণের আঁতাত হচ্ছে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সরকার ও বিরোধী দলের প্রাণবন্ত অলোচনায় জাতি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাক এটি সবার প্রত্যাশা। এর বিপরীতে যদি সংসদের আন্দোলন রাজপথকে উত্তপ্ত করে এবং সেই আগুনে পুনরায় গণতন্ত্র ভস্মীভূত হয় তার দায় থেকে সংশ্লিষ্টরা মুক্ত হতে পারবেন না। সংসদকে প্রাণবন্ত করতে সরকার ও বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা অপরিহার্য। ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে যে গণতান্ত্রিক শক্তির শুভযাত্রার সংসদ শুরু হতে যাচ্ছে, তা জনপ্রত্যাশার অনুবর্তী হোক, হতে পারুক এটাই কাম্য।

**লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক**

# বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ মার্চ বুধবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এতে বড়লেখা উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার সুধীজন, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও পরিচিতজন অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠনের সভাপতি নাজিম উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মুমিন আব্দুল বেলালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইফতারের পূর্বে রোজার তাৎপর্য ও ফজিলত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়। পরে মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইফতারপূর্ব দোয়া পরিচালনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# ম্যানচেস্টার শাহজালাল মসজিদের কমিউনিটি ইফতারে সম্প্রীতির বার্তা

ম্যানচেস্টারের ঐতিহ্যবাহী শাহজালাল মসজিদে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও পবিত্র রামাদান মাস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভিন্নধর্মী কমিউনিটি ইফতার ইভেন্ট 'টেইস্ট রামাদান'। মুসলিম ও অমুসলিম কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি জোরদার করা, ভুল বোঝাবুঝি দূর করা এবং ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ও মানবিক বার্তা অন্য ধর্মের মানুষের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই আয়োজন করা হয়।

গত ৮ মার্চ রোববার অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টে বিপুল সংখ্যক মুসলিম ও অমুসলিম অতিথি অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় চার্চের প্রতিনিধি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় এমপি ও কাউন্সিলরসহ এলাকার নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা খায়রুল হুদা খান এবং সভাপতিত্ব করেন মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ আনসার উদ্দীন।

ইভেন্টের মূল আকর্ষণ ছিল ইসলাম ধর্ম নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব, যেখানে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

দিক তুলে ধরেন বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার শায়েখ বিলাল ব্রাউন। তিনি রমাদানের তাৎপর্য, আত্মসংযম, মানবিকতা এবং সমাজে শান্তি ও সহমর্মিতার শিক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং উপস্থিত অমুসলিম অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ড. আফজাল খান এমপি, কাউন্সিলর আহমদ আলী, কাউন্সিলর এশা মমতাজ, মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি আলহাজ মালিক সওদাগর, জয়েন্ট সেক্রেটারি শেখ জাফর আহমদ, ট্রেজারার মোহাম্মদ কামরু মিয়া, হাফিজ জুবায়ের আহমদ এবং কারী মুহিব্বুল হাসান তালহা প্রমুখ।

বক্তারা শাহজালাল মসজিদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের আয়োজন বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, এমন আয়োজন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকলে বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে বন্ধন আরও দৃঢ় হবে। বক্তারা আরও বলেন, রমাদান শুধু মুসলমানদের জন্য রোজার মাস নয়; এটি আত্মসংযম, সহমর্মিতা, দানশীলতা এবং মানবিকতার শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সময়ের দাবি।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ইংরেজি অনুবাদসহ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, মসজিদ পরিদর্শন (মসজিদ ট্যুর), রমাদানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা, মসজিদের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর একটি প্রেজেন্টেশন এবং ইসলাম সম্পর্কে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব। এতে অমুসলিম অতিথিরা ইসলাম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন এবং আলেমরা সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইফতারের সময় অতিথিদের জন্য সুস্বাদু ঐতিহ্যবাহী খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি অতিথিদের হাতে স্মারক উপহার ও বিশেষ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে মসজিদের ইমাম হাফিয আবদুল হামিদ শাহানের সুললিত কুরআন তিলাওয়াত এবং কমিটি সদস্য রজিন খায়রুল ইসলামের হৃদয়স্পর্শী কবিতা আবৃত্তি উপস্থিত মুসলিম ও অমুসলিম অতিথিদের মুগ্ধ করে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ খায়রুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান, জাকির মিয়া, হেলাল হোসাইন, আলহাজ মনসুর খান, সাব্বির চৌধুরী, আবু তাহের, সারওয়ার খানসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অমুসলিম প্রতিবেশীরা মসজিদ কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য ও অতিথিপরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাদের মতে, ইসলাম সম্পর্কে সরাসরি জানার এমন সুযোগ অত্যন্ত ইতিবাচক এবং এটি বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে সহায়ক।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, 'টেইস্ট রামাদান' ইভেন্ট ভবিষ্যতেও ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ও মানবিক বার্তা তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির এক শক্তিশালী সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# ন্যাশনাল পার্কিং প্ল্যাটফর্মে যোগ দিলো টাওয়ার হ্যামলেটস

টাওয়ার হ্যামলেটস গত মাসে ন্যাশনাল পার্কিং প্লাটফর্ম (এনপিপি)-তে যোগ দিয়েছে। এর মাধ্যমে এটি লন্ডনের প্রথম বরো হয়ে উঠেছে। গসিপ ফলে এখন চালকদের জন্য পার্কিং ফি পরিশোধ করার আরও সহজ ও নমনীয় হলো।

চালকরা এখন থেকে তাদের পছন্দের অ্যাপ ব্যবহার করে পুরো বরো জুড়ে পার্কিং ফি পরিশোধ করতে পারবেন। এর মধ্যে রয়েছে রিংগো, পেবাইফোন, জাস্টপার্কসহ আরও কিছু অ্যাপ। এতে সবার জন্য পার্কিং ব্যবস্থাটি আরও সহজ হবে।

এনপিপি কোনো নতুন অ্যাপ নয় যা আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে। এটি মূলত একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ডাটাবেস, যা চালকেরা যে অ্যাপগুলো ইতোমধ্যে ব্যবহার করেন সেগুলোকে কাউন্সিলের পার্কিং সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করে।

বাসিন্দাদের জন্য এটি কীভাবে কাজ করে: ধরুন আপনি পরিবার নিয়ে ঘুরতে বের হয়ে ভিকটোরিয়া পার্ক-এর কাছে গাড়ি পার্ক করছেন। তখন আর নতুন কোনো পার্কিং অ্যাপ ডাউনলোড বা সাইন-আপ করার দরকার নেই। আপনি আপনার ব্যবহার করা অ্যাপটি (যেমন রিংগো) খুলবেন, সাইনবোর্ডে দেওয়া লোকেশন কোডটি লিখবেন এবং আগের মতোই পেমেন্ট করবেন।

এর পেছনে ন্যাশনাল পার্কিং প্লাটফর্ম (এনপিপি) আপনার নির্বাচিত অ্যাপটিকে টাওয়ার হ্যামলেটসের পার্কিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত করে দেয়, ফলে অতিরিক্ত কোনো ধাপ ছাড়াই সহজভাবে পার্কিং ফি পরিশোধ করা যায়।

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের এনভায়রনমেন্ট ও ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর শাফি আহমেদ বলেন, "এটি একটি দারুণ উদ্ভাবন যা সত্যিই বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেয়। ন্যাশনাল পার্কিং প্লাটফর্ম (এনপিপি)-এ যোগ দেওয়া আমাদের রাস্তা আধুনিকায়নের একটি অংশ এবং একই সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করে। চালকেরা এখন তাদের পরিচিত অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন, একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমে আটকে থাকতে হবে না। এতে যাতায়াতকারীদের ঝামেলা কমবে, দর্শনার্থীদের সুবিধা বাড়বে এবং স্থানীয় ব্যবসাগুলোও উপকৃত হবে।"

ন্যাশনাল পার্কিং প্লাটফর্ম (এনপিপি) এর অন্তর্বর্তীকালীন সিইও, সারাহ রান্ডাল বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটসের ন্যাশনাল পার্কিং প্লাটফর্ম (এনপিপি)-এ যোগ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে পার্কিং ব্যবস্থা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা-ই ফুটে উঠেছে। এনপিপি কাউন্সিলগুলোকে একক সেবা প্রদানকারীর মডেল থেকে সরে এসে চালকদের জন্য প্রকৃত পছন্দের সুযোগ দেয়, যা আরও নমনীয় ও গ্রাহককেন্দ্রিক পার্কিং ব্যবস্থা তৈরি করে। আমরা তাদের এনপিপি-তে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত।" সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

**খালেদ মাসুদ রনি:** সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ মার্চ মঙ্গলবার ব্রিকলেইনের একটি রেস্টুরেন্টে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেয়র, স্পিকার, কাউন্সিলরসহ বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ করেন।

সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি মোহাম্মদ আবুল লেইছের সভাপতিত্বে এবং ব্যারিস্টার শাহ মিছবাহুর রহমান ও সবুজ মিয়ার যৌথ সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার সুলুক আহমদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন হারিংগে কাউন্সিলের মেয়র আহমেদ মুস্তাকিম মাহবুব, ক্রয়ডন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম আকতার, কাউন্সিলর হুমায়ন কবির, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, কাউন্সিলর লুৎফা রহমান, কাউন্সিলর মাহবুব ফারুক, চিফ অ্যাডভাইজার আহবাব মিয়া এবং সিনিয়র সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান চৌধুরী।

এতে বক্তব্য রাখেন আব্দুল মালিক কুটি, প্রফেসর আব্দুর রব, জিল্লুল হক, সাহিদ আলী, সামিম আহমদ, রুমেল আহমদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা পবিত্র মাহে রমযানের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, রোজা মানুষের মাঝে তাকওয়া, সংযম ও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয়। তারা রমযানের শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রতিফলনের আহ্বান জানান। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ আয়োজন উপস্থিত সবার মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে বলে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন মুফতি আবদুল ওয়াদুদ। দোয়ায় দেশ ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি এবং কল্যাণ কামনা করা হয়।

সভায় সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে রূপান্তর করে অন্যান্য বিদেশি সব বিমানের ওঠানামার সুযোগ সৃষ্টি এবং সিলেটবাসীর প্রতি বিমানের সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের জোর দাবি জানানো হয়।

# কমলগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

কমলগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার হোয়াইটচ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমলগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি প্রফেসর শেখ এম শামীম শাহেদ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল আহমেদের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন শমশেরনগর হাসপাতাল কমিটি ইউকের সিনিয়র সহ-সভাপতি ব্যাংকার সৈয়দ সোহেল আহমদ,কমলগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. সেলিম মিয়া, কোষাধ্যক্ষ শেখ মো. ইয়াকুব আলী, সদস্য শাহ জামাল চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ শায়েক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এস. এম. আতিকুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিন রশীদ, খলিলুর রহমান রোকন (সাংগঠনিক সম্পাদক, জাসাস যুক্তরাজ্য), সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মো. নোমান আহমদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী ফয়ছল, সহ-দপ্তর সম্পাদক সাইফুল আলম চৌধুরী আলাল, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আতাউর রহমান ইমন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম সায়েম, সহ-সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক সৌরভ আহমদ, সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান টিপু, আল জাকির মুন্না, তানভির রায়হান, মো. মামুন, হুমায়ুন আলী, ফাহমিদ হাসান, সামী চৌধুরী, অমি চৌধুরী, মো. ফয়ছল ও শেখ মো. তারেক আহমদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা কমলগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কল্যাণমুখী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে দেশ, জাতি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থীদের সংগঠন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের উদ্যোগে এক ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ মার্চ শুক্রবার লন্ডনের পঞ্চখানা ডাইন অ্যান্ড ইভেন্টসে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল বাসিত চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মোঃ কামরুল হাসানের সার্বিক পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন সৈয়দ জাফর।

দোয়া মাহফিল উপকমিটির সমন্বয়ক ব্যারিস্টার এম. এ. কালাম উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। তিনি সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

আলোচনা পর্বে ড. কামরুল হাসান রমজানের তাৎপর্য ও মুসলিম জীবনে এর প্রভাব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রমজান শুধু রোজা রাখার মাস নয়; বরং আত্মসংযম, মানবিকতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক বিশেষ সুযোগ।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের উপদেষ্টাদের মধ্যে বিএলএর সভাপতি ব্যারিস্টার মুজিবুর রহমান, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ট্রাস্ট ফান্ডের সভাপতি অধীর দাস, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, কাউন্সিলর আনোয়ার ও ব্যারিস্টার নাসের আলম। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে অতিথি, উপদেষ্টা, সিনিয়র সদস্য ও উপস্থিত সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। পরে রমজান উপলক্ষে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মঈন উদ্দিন। এতে সংগঠনের চারজন সিনিয়র সদস্য-আবুল হাসেম, মীর বেলাল শরীফ, শফীক ও সৈয়দ ইকবালসহ মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। দোয়া শেষে উপস্থিত সবাই একসঙ্গে ইফতার গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত অতিথি, উপদেষ্টামণ্ডলী, সিনিয়র সদস্য ও সদস্যদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, পবিত্র মাহে রমজান আত্মশুদ্ধি, সংযম ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার এক মহামূল্যবান সময়।

পরে মঈন উদ্দিন পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেন। তিলাওয়াত শেষে সভাপতি সিরাজুল বাসিত চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং প্রবাসে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ইফতার ও উপস্থিত ছিলেন শাহাগীর বখত ফারুক, মুহাম্মদ আবদুর রকিব ও আবু মুসা হাসান, সিনিয়র সদস্য দেওয়ান গৌস সুলতান, ইসমাইল হোসেন, মারুফ চৌধুরী, মাহফুজা রহমান, মুস্তাফিজুর রহমান, সৈয়দ এনামু, নীলুফা ইয়াসমীন হাসান, মেসবাহ উদ্দিন ইকো, মির্জা আসহাব বেগ, মুকিত চৌধুরী, আবদুল কাদের ও রিপা রাকিব সুলতানা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমদাদ তালুকদার এমবিই, বিবিটিএর কোষাধ্যক্ষ মিসবাহ কামাল, বিএলএর সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা চৌধুরী, সংগঠনের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানটি সফল করতে সার্বিকভাবে কাজ করে। বিশেষ করে সদস্য ও অতিথিদের অভ্যর্থনায় মির্জা আসহাব বেগ, সৈয়দ হামিদুল হক, মাহারুন আহম্মদ মালা, সৈয়দা ফারহানা সুবর্ণা, কঙ্কন কান্তি ঘোষসহ স্বেচ্ছাসেবকেরা সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি


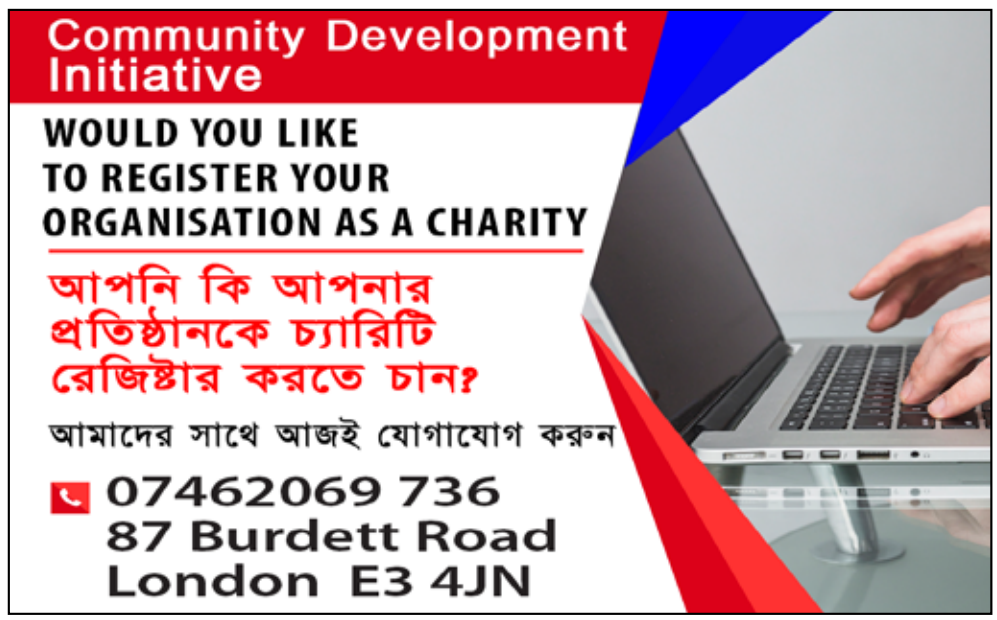

# লন্ডনে ১৪তম সাহরী পার্টিতে সাংবাদিক ও লেখকদের মিলনমেলা

**লন্ডন, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** পূর্ব লন্ডনে সাংবাদিক, লেখক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্বদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ১৪তম সাহরী পার্টি। গত ৭ মার্চ শনিবার রাতে পূর্ব লন্ডনের

হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ একটি হলে এ পার্টি অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল এবং অল সিজন ফুডসের অন্যতম পরিচালক হেলাল উদ্দিনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০ জন সাংবাদিক, লেখক ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের সাবেক প্রধান সম্পাদক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাহরী পার্টির শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল। তিনি বলেন, ইবাদতের উদ্দেশ্য থেকেই মূলত এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ১৬ বছর আগে রাত ছোট থাকায় অনেকেই তারাবিহ নামাজ আদায় করে নিজ বাসায় গিয়ে সাহরী খাওয়ার সময় পেতেন না। তাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই প্রথমে এই আয়োজন শুরু করা হয়। এখন এটি একটি বার্ষিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। ২০২৫ সাল থেকে অল সিজন ফুডসের অন্যতম পরিচালক হেলাল উদ্দিন আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমরা সফলভাবে এই আয়োজন করতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

অনুষ্ঠানে লন্ডনের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার অনেক সংবাদকর্মী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবী নাজির আহমদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক জনমতের সাবেক সম্পাদক নবাব উদ্দিন, প্রেস ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জুবায়ের, প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, সিনিয়র সহসভাপতি তাইসির মাহমুদ, সেক্রেটারি মো. আকরামুল হোসাইন, মতিউর রহমান চৌধুরী, আবু সালেহ মোঃ মাসুম, বাতিরুল হক সরদার, আব্দুল আহাদ, ফজলু মিয়া, সালেহ আহমেদ, আকবর হোসেন, হাসনাত চৌধুরী, মোঃ আব্দুল হান্নান, কামাল মেহেদী, আহাদ চৌধুরী বাবু, রেজাউল করিম মৃধা, শরিফুল ইসলাম চৌধুরী, সারওয়ার হোসেন, বাবলুল হক, ফয়সল মাহমুদ, সুয়েজ মিয়া, তাওহিদুল করিম মুজাহিদ, জিবরিল মাহমুদ, এম এ কাইয়ূম, মিছবাহ জামাল, আনোয়ারুল ইসলাম অভি, শাহ ইউসুফ, মাহমুদুল হক হৃদয়, এখলাছুর রহমান পাক্কু, মোহাম্মদ রহিম, শাহ বেলাল, এনাম চৌধুরী, আমিন চৌধুরী, সৈয়দ আনাস পাশা, মাহবুব আলী খানশূর, বদরুজ্জামান বাবুল, হেফাজুল করিম রাকিব, খালেদ মাসুদ রনি, মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, জাকির হোসেন কয়েস, আলী আহমদ বেবুল, আলাউর রহমান খান শাহীন, আব্দুস সোবহান, মারুফ আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ, আলোচনা, ইসলামী সংগীত ও কৌতুক পরিবেশনায় অংশ নেন অতিথিরা। সেহরি পার্টির খাবারের মেনুতে ছিল মাছের ভর্তা, লতা, বড় মাছের শুঁটকি, চিংড়ি ও মুকি সমন্বয়ে তৈরি বিশেষ তরকারি, সাতকরা ও টমেটো দিয়ে মাছের টক, গোশত ভুনা, বিন্নি ভাত এবং নারিকেলের মোরব্বা। খাবার শেষে উপস্থিত সবাই আনন্দঘন পরিবেশে প্রায় এক ঘণ্টা একক ও সমবেত কণ্ঠে ইসলামী নাশিদ পরিবেশন করেন। পরে বিশ্বশান্তি ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন সভার সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এবং এই সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মিলনমেলা আগামীতে অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

# মানচেস্টার থেকে লন্ডন হেঁটে চ্যারিটি তহবিল সংগ্রহে মিলাদ সারওয়ার

পবিত্র রমজান মাসে এক ব্যতিক্রমী ও কষ্টসাধ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ব্রিটিশ-বাংলাদেশি তরুণ মিলাদ সারওয়ার। দাতব্য কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে তিনি বন্ধু এডাম খানকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যান্ডের মানচেস্টারের ওলহ্যাম থেকে লন্ডন পর্যন্ত হেঁটে যাত্রা সম্পন্ন করেছেন।

বাংলাদেশে ঘরহীন মানুষের জন্য বাসস্থান নির্মাণে সহায়তা করাই ছিল তাদের এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। প্রায় দুই শত কিলোমিটার দীর্ঘ পথ তারা এক সপ্তাহে হেঁটে অতিক্রম করেন।

মিলাদ সারওয়ার জানান, মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাদের এই কর্মসূচির লক্ষ্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের গৃহহীন মানুষের জন্য ঘর নির্মাণে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়।

তিনি আরও বলেন, ব্রিটেনে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মের ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছেন।

এর আগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তিনি বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারেও এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি


ALAM PROPERTY
MAINTENANCE LTD

ALL BUILDING WORK UNDERTAKEN

Our Service

- Plumbing-Heating & Gas Services
- Boiler Repair & Servicing
- Central Heating Power Flushing
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing-Gutter Repair & Cleaning
- Decking-Paving-Gardening-Fencing-Gates
- Architectural Design & Planning
- Lights-Switches-Sockets Fixtures
- Loft-Extension & Carpentry
- Painting-Decorating
- Wood & Laminate Flooring-Wall Tilling
- Doors-Locks-Handles Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Sink-Drain Unblocking
- Gas & Electric Certificates

07957148101 E-mail: alampropertymaintenance@gmail.com

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

# বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইফতার অনুষ্ঠিত

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে বিভিন্ন ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মানে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছরের অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'কল্যাণের জন্য ঐক্য'। এতে রাষ্ট্রদূত, ধর্মীয় নেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক, কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিনিধি এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানান ইস্ট লন্ডন মসজিদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমেদ। তিনি রমজানের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, রমজান হলো আত্মসমালোচনা, উদারতা এবং আত্মিক নবায়নের সময়। রোজা মানুষকে আল্লাহভীরু হতে সাহায্য করে এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করে। তিনি বলেন "কল্যাণের জন্য ঐক্য" শুধু একটি থিম নয়-এটি একটি আহ্বান। যখন সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত এবং কমিউনিটি একসাথে আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে, তখন তার প্রভাব অনেক বড় হয়-যা একা কেউ করতে পারে না।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শায়খ মু'তাজ আল গান্নাম। এরপর বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ । তিনি রমজানের ফজিলত নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের উচিত ন্যায়বিচার ও মানবিকতার জায়গায় একসাথে দাঁড়ানো। মানুষের মধ্যে সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, শুধু প্রতিষ্ঠান দিয়ে সম্পর্ক তৈরি হয় না-মানুষই সম্পর্ক তৈরি করে। তিনি আরও বলেন, যখন মানুষ সততার সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে চলে, তখন তা সমাজে সহানুভূতি এবং আশার শক্তি হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার রাষ্ট্রদূত ওসমান টপচাগিচ । তিনি তার শৈশবের রমজানের স্মৃতিচারণ করে বলেন, যখন বসনিয়ায় মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইহুদিরা একসাথে বসবাস করত. তখন একে অপরের উৎসব ভাগাভাগি করত। তিনি বসনিয়ার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বলেন, যখন মানুষের মধ্যে সেই সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে যায়, তখন সংঘাত সৃষ্টি হয় । তাই তিনি বলেন, ইস্ট লন্ডন মসজিদের এই ধরনের ইফতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

চার্চ অব ইংল্যান্ডের স্টেপনি এলাকার আর্চডিকন পিটার ফার্লি-মোর । তিনি মানুষের মধ্যে সংহতির গুরুত্ব তুলে ধরেন । তিনি বলেন, সংহতি মানে হলো কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা । একসাথে বসে খাবার খাওয়া এবং ভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা আমাদের পৃথিবীতে শান্তির জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে।

লেখক ও টিভি উপস্থাপিকা সারা জোসেফ তাঁর বক্তব্যে সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন । তিনি বলেন, ইসলামে আমরা সবার কল্যাণের জন্য কাজ করি। আমাদেরকে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে বলা হয়নি, বরং কল্যাণের জন্য একসাথে কাজ করতে বলা হয়েছে । তিনি আরও বলেন, মুসলমানদের উচিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করা এবং এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা, যা আগামী প্রজন্মের জন্য ভালো উদাহরণ হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য লন্ডন ফায়ার ব্রিগেড, মেট্রোপলিটন পুলিশ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, সুদানের দূতাবাস, দ্য স্যালভেশন আর্মি, সেন্ট জর্জ-ইন-দ্য-ইস্ট চার্চ, সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল এবং স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের প্রধানদের ধন্যবাদ জানানো হয়।


HAMLET ACCOUNTANTS
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers
ACCA

Our Services:
- Limited Company Accounts
- Self Assesment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax

266-268 Bethnal Green Road
London E2 0AG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal

*Special discount for Minicab and Small businesses
*FREE Tax and Business Consultancy Services

পাত্র আবশ্যক

বয়স ২৭। লম্বা ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে বায়োমেডিক্যাল সাইন্সে বিএসসি ডিগ্রীধারী এবং এনএইচএস-এ জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে কর্মরত, লন্ডনে বসবাসরত সুন্দর, ফর্সা বৃটিশ-বাংলাদেশী সিলেটি পাত্রির জন্য সুশিক্ষিত ভালো চাকরিরত বৃটিশ-বাংলাদেশী পাত্র আবশ্যক। WhatsApp only: 07940 782876
Contact : admin@weeklydesh.co.uk,

পাত্র আবশ্যক

বয়স ২৯। লম্বা ৫ ফিট ৩ ইঞ্চি। লীডস ইউনিভার্সিটি থেকে বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফাইন্যান্স-এ গ্রাজুয়েট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে প্রশিক্ষণরত এবং ফাইন্যানশিয়াল সিস্টেমস এনালিস্ট হিসেবে স্থানীয় হাসপাতালে চাকরিরত, বৃটিশ-বাংলাদেশী সিলেটি পাত্রির জন্য, সুশিক্ষত ভালো চাকরিরত বৃটিশ-বাংলাদেশী পাত্র আবশ্যক।
WhatsApp only: 07940 782876
Contact : admin@weeklydesh.co.uk

দেশ Desh Match UK

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

# আল ইসলাহ-ব্রমলী বাই বো'র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পূর্ব লন্ডনের ব্রমলী বাই বো মসজিদে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের ব্রমলী বাই বো শাখার উদ্যোগে গত ১ মার্চ রবিবার আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব মুক্তার মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি আলহাজ্ব আব্দুল মান্নানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন রিয়াদ রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দারুল হাদিস লতিফিয়ার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল কাহহার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রমলী বাই বো মসজিদের খতিব মাওলানা এমদাদুর রহমান মাদানী, আনজুমানে আল ইসলাহ টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সভাপতি মাওলানা নোমান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী এবং বো ওয়েস্ট অর্গানাইজেশন মসজিদের খতিব মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্রমলী বাই বো মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারি আমীর উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা মনির আহমেদ, মশাহিদ আহমেদ, আনোয়ার হোসেন ও মফিজ মিয়া।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্বারী সজ্জাদ মিয়া, মাওলানা ইসলাম উদ্দিন, আবুল হাসান, হাফিজ ময়নুল ইসলাম, ইছন মিয়া, রেজান উদ্দিন, হাজী ইলিয়াছ সাজু, সাঈদ, আব্দুল কাদির, আব্দুল আজিজ, মানিক মিয়া প্রমুখ। শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দোয়ার মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# ইসলামের মানবিকতা ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে ব্রিস্টলে ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ব্রিস্টল, বাথ অ্যান্ড ওয়েস্টের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ মার্চ সোমবার ব্রিস্টল শাহজালাল মসজিদে এ আয়োজন করা হয়।

ইসলামের মানবিকতা, উদারতা ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিলে স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ এক

মিলনমেলায় পরিণত হয় পুরো আয়োজন। মুসলিমদের পাশাপাশি নন-মুসলিমরাও এতে অংশ নেন।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আইনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুর্শেদ আহমেদ মতছিরের সঞ্চালনায় ইফতার-পূর্ব আলোচনায় বক্তব্য রাখেন ব্রিস্টল সিটি কাউন্সিলের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর অ্যান্ড্রু ভার্নি, কাউন্সিলর জস ক্লার্ক, বিশপ অব ব্রিস্টলের স্পোকসপারসন রেভারেন্ড উইলসন, চিফ সুপারিনটেনডেন্ট সারাহ ক্রুর প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র কর্মকর্তারা, স্থানীয় স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষক ও প্রিন্সিপালবৃন্দ এবং স্থানীয় কাউন্সিলররা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল মসজিদের ট্রাস্টি শহির উদ্দিন চৌধুরী, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ এবং সাবেক ট্রেজারার মকলিস মিয়া।

অনুষ্ঠান সফল করতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন সংগঠনের ট্রেজারার আব্দুর রব মাশুক, আকলাকুল আম্বিয়া রাবেল, মুকাদ্দির মিয়া, আবুল মিয়া, মকসুদ আলী, মোহাম্মদ শাকিল, এহসান চৌধুরী, মুরশেদ আহমেদ, আজিজুর রহমান সুহেল, সুন্দর আলী, আব্দুল হক, মাকন মিয়াসহ আরও অনেকে। ইফতার মাহফিলে বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশুরাও অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দরুদ ও বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন শাহজালাল মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফিজ মাওলানা আজিজুর রহমান খান। ইফতারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি


Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.

For instant Online Quote visit www.fastremoval.com

Mob: 07957 191 134

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে সপ্তাহজুড়ে গ্রোসারী শপে

বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার

যোগাযোগ করুন

07940 782 876, 020 3540 0942

অল সিজন ফুডস

(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)

حلال HALAL

আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER

ALL SEASON FOODS

88 Mile End Road,
London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

# সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশী সলিসিটর্সের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

**লন্ডন, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে কর্মরত ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সলিসিটরদের সর্ববৃহৎ পেশাজীবী সংগঠন দ্য সোসাইটি অব ব্রিটিশ বাংলাদেশী সলিসিটরস (এসবিবিএস)-এর উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লন্ডনের একটি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ নূরুল গাফফারের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইমরুল শেখ ইমুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন জাজ ইমাম আবুল হোসাইন।

এ সময় সভাপতি মুহাম্মদ নূরুল গাফফার সংগঠনের চলতি বছরের পরিকল্পনা ও ইভেন্ট ক্যালেন্ডার সদস্যদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি এবারের চ্যারিটি পার্টনার হাউস অব গিভিং-এর কার্যক্রম নিয়েও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। পাশাপাশি সংগঠনের সদস্য বেলাল শরীফের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে সবার কাছে দোয়া চান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট এহসান হক ও দেওয়ান মেহেদী, বেলায়েত হোসাইন, তাজ শাহ, নাজির আহমেদ ও সাইফ উদ্দিন খালেদ। অনুষ্ঠানে দোয়া ও নসিহা পেশ করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাইসির মাহমুদ, খালেদ নূর, সুহেল উদ্দিন, আসাদুজ্জামান, ফখরুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, নাশিত রহমান, সৈয়দ আফজাল জামি, মাহবুবুর রহমান, আনোয়ার হোসেনসহ আইন পেশা ও কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শেষে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# ব্রিস্টল, বাথ ও ওয়েস্ট বিএনপির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল, বাথ ও ওয়েস্ট শাখার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ মার্চ মঙ্গলবার ব্রিস্টলের জালালাবাদ ইসলামিক সেন্টারে এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রিস্টল, বাথ ও ওয়েস্ট বিএনপির সভাপতি এবং সাবেক ছাত্রনেতা ইঞ্জিনিয়ার এম. মতিউর রহমান। সভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন জুয়েল। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

ইফতার মাহফিলে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিস্টল, বাথ ও ওয়েস্ট বিএনপির সিনিয়র উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি সৈয়দ নূর-ই-কাদের জুনায়েদ এবং উপদেষ্টা আব্দুল গাফফার।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুর্শেদ আহমেদ মতছির, সহ-সভাপতি তাজুল ইসলাম, মাখন মিয়া ও মনজুর কাদের ফারুকি, ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারার সেহাব চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক তারেক রুপ ও আলাউর রহমান আলাই, প্রচার সম্পাদক মামুন, মিজাজুল হক, আবু জাফর, মুকাদ্দির মিয়া, আমজাদ হোসেনসহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ইফতার মাহফিলে প্রবাসী বাংলাদেশি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে দোয়া পরিচালনা করেন জালালাবাদ ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতিব হাফিজ মাওলানা মুয়াইদুল ইসলাম। মোনাজাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়। এছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর জন্য বিশেষ দোয়া করা হয় এবং বাংলাদেশের মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

# সিলেটে অপহরণের পর বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ-মুক্তিপণ আদায়

## তাঁতিপাড়ার ‘নাজমা নিবাস’ থেকে ১০ যুবক গ্রেফতার

**সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ মার্চ ২০২৬** : সিলেট নগরীর তাঁতিপাড়া এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণের পর মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগে ১০ যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত রবিবার (৮ মার্চ) সন্ধ্যা ছয়টার দিকে নগরীর তাঁতিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, আটককৃতরা শহরের বাসিন্দা ও ধনীদের সন্তান।

অভিযান চালিয়ে রাতেই তাঁতিপাড়ার ‘নাজমা নিবাস’-এর দ্বিতীয় তলা থেকে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় চক্রের ১০ সদস্যকে আটক করে

কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ। তাদেরকে আটক করার সময় ওই বাসা থেকে আরও এক ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় আটকদের কাছ থেকে নগদ টাকা, মোবাইল ফোন এবং ঘটনার সময় ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (৯ মার্চ) কোতোয়ালি থানা পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় আটকদের আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আদালতে পাঠানো হবে।

পুলিশ জানায়, সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার মাহতাবপুর গ্রামের বাসিন্দা সুহেল সরকার (২২) বর্তমানে সিলেটের জালালাবাদ এলাকার গোয়াবাড়ীতে বসবাস করেন। রবিবার সন্ধ্যায় কোতোয়ালি থানার তাঁতিপাড়া পয়েন্ট থেকে ১৪১৫ জন দুর্বৃত্ত তাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে তাঁতিপাড়ার ‘নাজমা নিবাস’ নামে একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় নিয়ে যায়। সেখানে তাকে ধারালো চাকু ও কাঁচি দিয়ে ভয়ভীতি দেখানো হয় এবং লোহার রড ও স্টিক দিয়ে মারধর করে ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। একপর্যায়ে তার কাছ থেকে নগদ টাকা আদায় করা হয় এবং ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোনও ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে ভিকটিমের জামাকাপড় খুলে ভিডিও ধারণ করা হয় এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই ঘটনার পর সুহেল সরকার কোতোয়ালি মডেল থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন। তার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালায়। অভিযানে তাঁতিপাড়ার ‘নাজমা নিবাস’-এর দ্বিতীয় তলা থেকে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায় চক্রের ১০ সদস্যকে আটক করা হয়।

অভিযানের সময় তাদের হেফাজত থেকে আরেক ভিকটিম সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাদেপাশা গ্রামের প্রবাসী জাহিদ আহমদকে (৪২) উদ্ধার করা হয়।

আটকরা হলেন- নগরীর গোটাটিকর এলাকার তানজিম মাহবুব নিশান (২১), শাহজালাল উপশহর এলাকার আহসান হাবিব মুন্না (১৯), সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার মন্ডলপুর গ্রামের বর্তমানে হাওয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা জুবাইন আহমদ (১৯), জালালাবাদ থানার আমানতপুর এলাকার বর্তমানে শিবগঞ্জ লামাপাড়া এলাকার বাসিন্দা সুফিয়ান আহমদ (১৯), এয়ারপোর্ট থানার চৌকিদেখী এলাকার জাকির হোসেন (১৯), কাজীটুলা এলাকার মারজান (১৯), সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার রায়সত্তরপুর গ্রামের বর্তমানে হাউজিং এস্টেট এলাকার বাসিন্দা মোসাদ্দেক আলী (১৮), হাওয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা ফারদিন আহমদ (১৮), শিবগঞ্জ মজুমদারপাড়ার জয়নাল আবেদীন রাব্বি (১৮) এবং হাওয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা মিজান আহমদ (১৮)।

সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি খান মোঃ মাইনুল জাকির বলেন, এই ঘটনার ভিকটিম সুহেল সরকার রাতে থানায় এসে অনেক কান্নাকাটি করে অভিযোগ করেন। এরপর তার দেখানো স্থানে গেলে আমরা ১০ জনকে আটক করি। এ সময় তাদের কাছে থাকা আরও এক প্রবাসী ভিকটিমকে উদ্ধার করি। সুহেল সরকার বাদী হয়ে মামলা করেছেন। তাদের আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আজ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে। রিমান্ডে হয়তো তারা আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য দিতে পারে।

# কেউ অভুক্ত, অবহেলিত থাকবে না: এম এ মালিক

**সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** ‘আজ যারা খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করছেন, তাদের বলব- এটি দান নয়, এটি আপনাদের অধিকার। আমরা সবাই মিলে একটি মানবিক সমাজ গড়তে চাই, যেখানে কেউ অভুক্ত থাকবে না, কেউ অবহেলিত থাকবে না।’

গত রবিবার (১ মার্চ) দুপুর ১২টায় সিলেট মহানগরীর ২৯নং ওয়ার্ডে খান বাড়ি আয়োজিত রমজান উপলক্ষে অসহায় ও দারিদ্র্য পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির এসব কথা বলেন সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য এম এ মালিক।

সিলেট সিটি করপোরেশনের ২৯নং ওয়ার্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তি মরহুম হাজী তৈমুর খান বাদশাই সাহেবের সন্তান মোঃ শাহেদ খান স্বপনের উদ্যোগে অসহায় ও দারিদ্র্য পরিবারের মাঝে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

মোঃ শাহেদ খান স্বপনের সভাপতিত্বে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল হাসান জুয়েল, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মিজানুর রহমানসহ পরিবারবর্গের সদস্যসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

এটি সত্যিই প্রশংসনীয় ও মহৎ উদ্যোগ মন্তব্য করে এম এ মালিক বলেন, পবিত্র রমজান মাস আমাদেরকে সংযম, সহমর্মিতা ও মানবতার শিক্ষা দেয়। ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করে যেন আমরা গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াই। এই শিক্ষাই রমজানের মূল বার্তা। আজকের এই আয়োজন সেই শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। শুধু রমজানেই নয়, সারাবছর যেন আমরা সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি এই আহ্বান জানাই। সমাজের বিত্তবান ও সচেতন নাগরিকদের প্রতিও আমার আহ্বান থাকবে আপনারা আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসুন।

তিনি আরও বলেন, আমি সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে সবসময় চেষ্টা করছি এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কাজ করতে। তবে উন্নয়ন তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ নিরাপদ ও স্বস্তিতে জীবনযাপন করতে পারে। তাই সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এ ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

# সিলেটে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

**সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ মার্চ ২০২৬** : সিলেটের কানাইঘাটে এক আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে

পুড়ে যাওয়া বাড়িটি কানাইঘাট সদর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ তজমুল আলীর। তাঁর ছেলের দাবি, দুর্বৃত্তরা তাঁদের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। এতে বাড়িতে থাকা সব আসবাবসহ বিভিন্ন মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গত ৭ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় কানাইঘাট সদরের নিজচৌরা পশ্চিম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

তজমুল আলীর ছেলে আখতার আলম বলেন, তাঁর বাবা আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেন এবং বর্তমানে অসুস্থ। বাবার চিকিৎসার জন্য রমজানের শুরুর দিকে কানাইঘাট উপজেলা বাজার-সংলগ্ন বাসায় পরিবার নিয়ে উঠেছেন। এ কারণে বাড়িতে কয়েক দিন ধরে কেউ থাকেন না। এমন সুযোগে গতকাল ইফতারের মুহূর্তে দুর্বৃত্তরা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে বাড়ির সবকিছু পুড়ে গেছে।

আখতার আলম জানান, পারিবারিক বিষয় নিয়ে চাচাদের সঙ্গে তাঁদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। স্থানীয়ভাবে বিষয়টি রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হচ্ছে। গতকাল আগুন নেভানোর পর আজ শনিবার সকালে সেই পুরোনো বাড়িতে গেলে তাঁদের ওপর হামলার চেষ্টা করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এ ঘটনায় থানা পুলিশকে লিখিত অভিযোগ করবেন।

সিলেটের কানাইঘাট ফায়ার স্টেশনের ইনচার্জ আবদুল কাদির বলেন, সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে গিয়ে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে তাঁরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। রাত সাড়ে ৮টায় আগুন নেভানোর কাজ শেষ হয়। এতে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট কাজ করেছে। বাড়ির মালিক আগুন লাগার বিষয়টি অজ্ঞাত কারণে ঘটেছে বলে জানিয়েছেন। অগ্নিকাণ্ডে আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

কানাইঘাট থানার ওসি মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনাটি যে রকম ছড়িয়েছে, তেমনটি নয়। আওয়ামী লীগ করতেন বলে কেউ আগুন দিয়েছেন, এমন নয়। আগুন লাগার ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। ওই পরিবারের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা রয়েছে, এমনটি প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বিষয়টি তদন্ত করা হবে।

## সিলেটে রাস্তার ইট লুট

# যুব জামায়াতের নেতাসহ আটক ৬

**সিলেট প্রতিনিধি, ১৩ মার্চ ২০২৬** : সিলেটের জকিগঞ্জে রাস্তার ইট লুটপাটের অভিযোগে যুব জামায়াতের এক নেতাসহ ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার টাস্কফোর্সের অভিযান চালানো হয়।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে জকিগঞ্জ উপজেলা যুব জামায়াতের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মাহফুজুল ইসলাম চৌধুরী রয়েছেন। অন্যদের নাম জানা যায়নি। অভিযানে রাস্তা থেকে লুট হওয়া ইট উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত উপজেলার কসকনকপুর ইউনিয়নের মুন্সিবাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়।

এ সম্পর্কে ইউএনও মাসুদুর রহমান বলেন, রাস্তার ইটগুলো ইউপি চেয়ারম্যানের জিম্মায় রাখতে বলা হয়েছিল। কিছু ইট এখনো আছে; কিন্তু অধিকাংশ ইট লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। লুট হওয়া ইটগুলো অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা করা হবে। ইট লুটের ঘটনায় মাহফুজুল ইসলাম চৌধুরীকে আটকের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়ভাবে জানা গেছে, মাহফুজুল ইসলাম ইট লুটপাটের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নিতে ফেসবুকে সোচ্চার ছিলেন। বৃহস্পতিবারও তিনি ফেসবুকে লেখেন ‘লড়াই চলবে। কোন আপোষ নয়! সত্য সুন্দর এবার প্রমানিত হবেই।’

উপজেলা যুব জামায়াতের সভাপতি আবিদুর রহমান বলেন, ‘মাহফুজুলের আটকের বিষয়টি ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। মূলত মাহফুজ ইট লুট ঠেকাতে সক্রিয় ছিলেন। ইটগুলো যাতে লুটপাট না হয় এবং ইটগুলো দিয়ে অন্য রাস্তায় কাজে লাগানোর জন্য নিজের জিম্মায় রেখেছিলেন। তবে মাহফুজের এ কাজে যাওয়া ঠিক হয়নি। আবেগের বসে ভালো উদ্যোগ মনে করে কাজটি করতে গিয়েছিল। এ কাজে চেয়ারম্যান কিংবা মেম্বারকে নিয়ে করলে ভুল হতো না।’

## তীব্র চাপে মার্কিন প্রশাসন

# ইরানকে দূর্বল ভেবে ভুল করেছেন ট্রাম্প

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের ইরান নীতি এবং সাম্প্রতিক সামরিক পদক্ষেপগুলো নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক বিশেষ বিশ্লেষণী প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ইরানের ওপর হামলা এবং দেশটির শীর্ষ নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে চালানো অভিযানের পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হিসাব-নিকাশে বড় ধরনের গরমিল দেখা দিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েলের সাথে যৌথভাবে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' শুরু করার সময় ট্রাম্প প্রশাসন আশা করেছিল যে, তীব্র আক্রমণের মুখে ইরান দ্রুত আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু যুদ্ধের দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে দেখা যাচ্ছে, ইরান কেবল পালটা হামলা জোরদারই করেনি, বরং হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিয়ে বিশ্ব জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা তৈরি করেছে।

ভুল হিসাবের মূল জায়গাগুলো:

১. দ্রুত আত্মসমর্পণের আশা: ট্রাম্প মনে করেছিলেন কয়েক দিনের ভারী বিমান হামলায় ইরানের সামরিক কাঠামো ও মনোবল ভেঙে পড়বে। তবে ইরান এখন 'বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ'-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে।

২. নেতৃত্বের উত্তরাধিকার: ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির মৃত্যুর পর হোয়াইট হাউস ভেবেছিল দেশটিতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। তবে তার ছেলে মোজতবা খামেনির দ্রুত স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং শাসনব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা ওয়াশিংটনকে অবাক করেছে।

৩. তেল ও বিশ্ব অর্থনীতি: হরমুজ প্রণালীতে নৌ-মাইন স্থাপন এবং বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার মাধ্যমে ইরান বৈশ্বিক তেলের সরবরাহ ব্যাহত করছে। ট্রাম্প এই অর্থনৈতিক পরিণতির কথা হয়তো পুরোপুরি আঁচ করতে পারেননি, যা এখন মার্কিন মিত্র ও পুঁজিবাজারে অস্থিরতা ছড়াচ্ছে।

৪. কূটনৈতিক একাকীত্ব: ওমানি মধ্যস্থতাকারীদের দাবি অনুযায়ী, যুদ্ধের ঠিক আগে ইরান পরমাণু ইস্যুতে বড় ধরনের ছাড় দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্প সেই সমঝোতা অগ্রাহ্য করে যুদ্ধের পথ বেছে নেন। এখন ডেমোক্র্যাটসহ আন্তর্জাতিক মহল একে 'অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করছে।

হোয়াইট হাউস বর্তমানে একটি দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। একদিকে ট্রাম্প দাবি করছেন যুদ্ধ 'প্রায় শেষের পথে', অন্যদিকে সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরানের শক্তিশালী নৌ-মাইন ও ড্রোন সক্ষমতা মার্কিন বাহিনীকে একটি অন্তহীন চোরাবালিতে টেনে নিতে পারে।

বিশ্লেষকদের মতে, ইরানের এই অনমনীয় অবস্থান ট্রাম্পের 'সর্বোচ্চ চাপ' প্রয়োগের কৌশলকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, ট্রাম্প কি সত্যি জয়ী হয়ে বের হতে পারবেন, নাকি এটি তার প্রশাসনের জন্য বড় এক কূটনৈতিক ও সামরিক বিপর্যয়ে পরিণত হবে?

## যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আর আলোচনার পথ খোলা নেই: ইরান

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার সব সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে ইরান। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা কামাল খারাজি এক কড়া বার্তায় জানিয়েছেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কূটনীতির জন্য বর্তমানে আর কোনো জায়গা অবশিষ্ট নেই।

তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইরানের সেনাবাহিনী একটি দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দেশটির শীর্ষ পর্যায়ের এই কর্মকর্তার এমন মন্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা প্রশমনে আলোচনার চেয়ে সংঘাতের পথই এখন বেশি প্রবল।

খারাজির এই অবস্থান তেহরানের অনমনীয় মনোভাবকেই ফুটিয়ে তুলেছে, যা এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক অস্থিরতার আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে সংঘাতের প্রভাবে বিশ্ব বাজারে তেলের দাম দ্রুত বাড়ছে। গোলডম্যান স্যাকস সতর্ক করেছে যে, হরমুজ প্রণালীতে সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১০০ ডলার ছাড়িয়ে ১৫০ ডলারে পৌঁছাতে পারে। ইতোমধ্যে এই প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় ৮০ শতাংশ কমে গেছে এবং বহু তেলবাহী ট্যাঙ্কার সমুদ্রে আটকা পড়েছে।

## ইরান নিয়ে কংগ্রেসের রিপাবলিকানদের কী বললেন ট্রাম্প

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প ফ্লোরিডায় তার দল রিপাবলিকান পার্টির একটি সম্মেলনে কংগ্রেসের রিপাবলিকানদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকে তিনি তার এজেন্ডা থেকে এক ধরনের 'ছোট্ট অভিযান' হিসেবে বর্ণনা করেন।

ট্রাম্প বলেন, তিনি ইরানে প্রথম হামলার নির্দেশ দেন কারণ 'এক সপ্তাহের মধ্যেই

তারা (ইরান) যুক্তরাষ্ট্রে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল'।

তিনি বলেন, 'তাদের কাছে এত ক্ষেপণাস্ত্র ছিল, যা কেউ ভাবেনি'।

প্রেসিডেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ব্যবস্থা ও নৌবাহিনীর ৮০ শতাংশ ধ্বংস করেছে। তিনি যোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র অনেক বিজয় অর্জন করলেও সামনে আরও অর্জন বাকি আছে।

ট্রাম্প বলেন, আমরা অনেকভাবে ইতোমধ্যেই জয়ী হয়েছি, কিন্তু যথেষ্ট নয়। আমরা আরও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগোবো–চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য, যা এই দীর্ঘস্থায়ী হুমকির চিরসমাপ্তি ঘটাবে।

তিনি স্বীকার করেন, যুদ্ধ অর্থনীতিতে কিছু প্রভাব ফেলছে। তিনি বলেন, শেয়ারবাজার, যা নিচে নেমেছে, এখন আমরা যে কাজ করছি তা শেষ হলেই অনেক বেশি ওপরে উঠবে আমাদের সত্যি কোনো বিকল্প ছিল না।

রিপাবলিকানদের সঙ্গে কথা বলার পর ট্রাম্প সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের উদ্দেশে কথা বলেন। সেখানে তিনি শুরুতেই বলেন, যুক্তরাষ্ট্র 'বড় অগ্রগতি' অর্জন করেছে এবং মিশন 'প্রায় সম্পূর্ণ'।

ইরানের 'প্রতিটি বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছি' মন্তব্য করে তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ৫,০০০-এর বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে–যার মধ্যে রয়েছে ড্রোন তৈরির কেন্দ্র, ইরানের নৌক্ষমতা ও ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতার মূল স্থাপনাগুলো। তিনি বলেন, তাদের ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা এখন প্রায় ১০ শতাংশ অথবা তারও কম।

## এগারো দিনে ১১টি অত্যাধুনিক ড্রোন ভূপাতিত করেছে ইরান

### যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি ৩৩০ মিলিয়ন ডলার

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** ইরানের যুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক ক্ষতির মুখে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কর্মকর্তাদের তথ্যানুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সংঘাতে ১০ মার্চ মঙ্গলবার পর্যন্ত ১১দিনে ১১টি অত্যাধুনিক এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন হারিয়েছে মার্কিন বাহিনী। এসব ড্রোন ধ্বংস হওয়ায় মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড বলছে, ইরান যুদ্ধে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ১১টি এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন কর্মকর্তাদের

উদ্ধৃত করে সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, এটি এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বড় সামরিক সরঞ্জাম ক্ষতির ঘটনা। এসব ড্রোনের মোট মূল্য ৩৩০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মূলত এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন হলো চালকবিহীন এমন আকাশযান, যা মূলত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি ও পর্যবেক্ষণ মিশনে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি নির্ভুল হামলা চালানোর কাজেও এটি ব্যবহার করা হয়।

তবে প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন, উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মুখে এই ধরনের ড্রোন সহজেই লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে পারে। কারণ ড্রোনগুলো মূলত এমন এলাকায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নেই। ভারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসম্পন্ন আকাশসীমায় পরিচালনার জন্য এগুলো নকশা করা হয়নি।

এমকিউ-৯ রিপার ড্রোনের সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় প্রায় ৪৮০ কিলোমিটার। অন্যদিকে যুদ্ধবিমানগুলো ঘণ্টায় প্রায় ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৯০০ মাইল গতিতে উড়তে পারে, যা ড্রোনটির তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত।

## ইরান যুদ্ধের প্রভাব যেভাবে পড়ছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের যৌথ আক্রমণ শুরুর পর ইরানের পালটা জবাবে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। যুদ্ধের কালো ছায়া বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনেও।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব ক্রীড়া ইভেন্ট স্থগিত বা বাতিল হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে ইরান। অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বিশ্বকাপের প্লে-অফ পর্বও।

মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় এ মাসের শেষদিকে প্লে-অফে অংশ নিতে মেক্সিকোয় যাওয়া কঠিন হয়ে গেছে ইরাকের জন্য। এই পরিস্থিতিতে প্লে-অফ পিছিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেন ইরাকের কোচ গ্রাহাম আর্নলড।

আগামী ২৬ মার্চ মেক্সিকোর মন্তেরেইয়ে আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে বলিভিয়া ও সুরিনাম। এই ম্যাচের বিজয়ী দলের বিপক্ষে ৩১ মার্চ ফাইনাল খেলার কথা ইরাকের। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইরাকের আকাশসীমা বন্ধ রয়েছে।

আর্নল্ড মনে করেন, শুধু বিদেশি লিগে খেলা ফুটবলারদের নিয়ে দল গঠন করা হলে ১৯৮৬ সালের পর ইরাকের প্রথম বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন বাধাগ্রস্ত হবে। প্লে-অফ ফাইনালের জন্য তাই সময় চাইলেন আর্নলড, 'ফুটবল নিয়ে ইরাকের মানুষের আবেগ পাগলামির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বিমানবন্দরগুলো বন্ধ থাকায় এখন আমরা নিরুপায়।

বিকল্প পথ বের করতে কঠোর পরিশ্রম করছি। ফিফা ম্যাচ পিছিয়ে দিলে আমরা প্রস্তুতির সময় পাব। বলিভিয়া ও সুরিনাম এ মাসেই খেলুক। এরপর বিশ্বকাপের এক সপ্তাহ আগে জয়ী দলের বিপক্ষে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে পারি। জয়ী দল সেখানে থেকে যাবে, পরাজিত দল দেশে ফিরে যাবে।'

## লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

# রমজানে আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

**শায়খ আব্দুল কাইয়ুম**

আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বছরও রোজা রাখার তাওফিক দিয়েছেন। এই মাস শুরু হওয়ার আগে আমাদের সাথে অনেক মানুষ ছিলেন। আমরা তাদেরকে মসজিদে দেখেছি, তাদের সাথে নামাজ পড়েছি। কিন্তু আজ তাদের অনেকেই আমাদের মাঝে নেই। এটি আমাদের জন্য একটি বড় শিক্ষা-জীবন খুবই অস্থায়ী।

আমরা ইতিমধ্যে এই বরকতময় মাসের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছি। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাওফিক দেন এই মাসকে সুন্দরভাবে শেষ করতে এবং আমাদের আমল কবুল করেন।

অনেক মানুষ মনে করে রোজা মানে শুধু না খাওয়া, না পান করা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা। ফিকহের দৃষ্টিতে এটি রোজাকে সহিহ করে, কিন্তু এটিই রোজার মূল উদ্দেশ্য নয় ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যার ওপর আমল করা ছেড়ে দেয় না, আল্লাহর কাছে তার খাবার ও পানীয় ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের ক্ষুধা চান না। রোজার আসল উদ্দেশ্য হলো গুনাহ থেকে দূরে থাকা এবং তাকওয়া অর্জন করা।

আজকের সময়ে বড় একটি সমস্যা হলো জিহ্বা। আগে যদি কেউ কারো বিরুদ্ধে অপবাদ দিত, তা হয়তো কয়েকজন মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু আজ একটি মেসেজ, একটি ফেসবুক পোস্ট বা একটি মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে শত শত মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

মানুষ বিষয়টাকে হালকাভাবে নেয়। কেউ বলে "আমি শুধু মজা করছিলাম", কেউ বলে "আমি শুধু ফরওয়ার্ড করেছি"।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা:) স্বীয় জিহ্বা মোবারক মুখ থেকে বের করে আঙুল দিয়ে চেপে ধরে হযরত মু'আয (রা.)কে বলেছিলেন, "এটাকে নিয়ন্ত্রণ করো।" তারপর তিনি বলেন, অনেক মানুষ তাদের জিহ্বার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার পাশে একজন পর্যবেক্ষক প্রস্তুত থাকে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য। অর্থাৎ প্রতিটি কথা লেখা হচ্ছে। (সূরা ক্বাফ: ১৮) ।

রাসূল (সা:) আরও সতর্ক করেছেন, অনেক রোজাদার আছে যারা তাদের রোজা থেকে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া কিছুই পায় না। কারণ রোজা শুধু পেটের রোজা নয়। এটি চোখের রোজা, কানের রোজা এবং জিহ্বার রোজাও। আমরা আল্লাহর জন্য হালাল খাবার ছেড়ে দিই, কিন্তু হারাম কথা বলা ছাড়তে পারি না-এটি আমাদের চিন্তা করা উচিত।

রমজান আমাদেরকে আত্মসংযম শেখায়। কেউ যদি ঝগড়া করতে চায়, রাসূল (সা:) বলতে শিখিয়েছেন ওই ব্যক্তিকে বলতে, "আমি রোজাদার।" অর্থাৎ আমি আমার রোজা রক্ষা করছি।

তাহলে আসুন, এই রমজানে আমরা একটি দৃঢ় নিয়ত করি। আমরা আমাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করব। আমরা গীবত করব না। আমরা অপবাদ দেব না। আমরা যাচাই-বাছাই না করে কোনো খবর ছড়াব না। যদি আমরা জিহ্বাকে রক্ষা করি, তাহলে আমরা আমাদের রোজাকেও রক্ষা করতে পারব। আর তখনই আমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারব। রমজান খুব দ্রুত চলে যায়। তাই এই সময়টাকে আমাদের সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি। হে আল্লাহ, আমাদের জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে পবিত্র করুন। হে আল্লাহ, আমাদের গীবত ও অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ, আমাদের রোজাকে কবুল করুন এবং আমাদেরকে সেইসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের রোজা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাকওয়া দান করুন এবং এই বরকতময় মাসের সম্পূর্ণ ফজিলত অর্জনের তাওফিক দিন। আমিন।

*শায়খ আব্দুল কাইয়ুম : প্রধান ইমাম ও খতীব, ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।*

# মুমিনের ভেতর ও বাইরের সৌন্দর্য

**আলেমা হাবিবা আক্তার**

ইসলাম সুষমা ও সৌন্দর্যের ধারক। ইসলাম মানুষকে সবকিছুতে সুন্দরতমের অনুসরণ করতে বলে। তবে ইসলাম চায় সার্বিক সৌন্দর্য, ভেতর ও বাইরের সৌন্দর্য। ভেতরে কদর্য লুকিয়ে রেখে বাহ্যিক সৌন্দর্য ধারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন।

আবার শুধু ভেতরের সৌন্দর্য লালন করা এবং বাহ্যিক সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করাও ইসলামের দৃষ্টিতে অনুচিত।

আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন

একজন মুমিনের জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ সৌন্দর্য পছন্দ করেন এই ঘোষণা দিয়ে ইসলাম মুমিনের অন্তরে সৌন্দর্যের ভালোবাসা জাগ্রত করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।'

(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৯১)

আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতায় সৌন্দর্য

মহান আল্লাহ যে সৌন্দর্য পছন্দ করেন তার প্রমাণ তার সুবিশাল সৃষ্টিজগৎ। যেকোনো চিন্তাশীল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে সহজেই বুঝতে পারবে আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে আছে সৌন্দর্যের ছোঁয়া। পবিত্র কোরআনে সৃষ্টিজগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে বান্দার ভেতর সৌন্দর্যের চাহিদা জাগ্রত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।'

(সুরা : সাফফাত, আয়াত : ৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উগত করেছি নয়ন প্রীতিকর সব ধরনের উদ্ভিদ।'

(সুরা : কাফ, আয়াত : ৭)

মানুষ সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি

আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিই সুন্দর। তবে সবচেয়ে বেশি সুন্দর মানুষ। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে সর্বোত্তম অবয়ব দান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আর তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, ফলে তিনি তোমাদের সর্বোত্তম আকৃতি দান করেছেন।' (সুরা : মুমিন, আয়াত : ৬৪)

ইসলামের সৌন্দর্য ভাবনা

সৌন্দর্য আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ তাআলা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কল্যাণকামিতার বিবেচনায় কাউকে বাহ্যিকভাবে অধিক সৌন্দর্য দান করেছেন আবার কাউকে তুলনামূলক কম সৌন্দর্য দিয়েছেন। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়নে ভিত্তি যে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য, তা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে সবার জন্য। ব্যক্তি নিজের চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে ভেতরগত সৌন্দর্যে চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হতে পারবে। সৌন্দর্যের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিকোণ হলো–

১. অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যই মূল : ইসলামের দৃষ্টিতে ভেতরগত ও বাহ্যিক উভয় প্রকার সৌন্দর্যই মূল্যবান। কিন্তু ইসলাম বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপর অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেয়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) এমন দোয়া শিখিয়েছেন, যেখানে বাহ্যিক সৌন্দর্যের কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য কামনা করা হয়েছে। তিনি শিখিয়েছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি যেমন আমার অবয়বকে সুন্দর করেছেন, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন।' (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৩৭২)

২. বাহ্যিক সৌন্দর্যও মূল্যবান : তবে বাহ্যিক সৌন্দর্যও ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যবান। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে বনি আদম! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)

মুমিনের জীবনে সৌন্দর্যের নানা দিক

যেহেতু ইসলাম মুমিনকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার সৌন্দর্যের অধিকারী হতে বলে। তাই মুমিন উভয় থেকে সৌন্দর্যের চর্চা করবে। যার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো–

১. কথার সৌন্দর্য : মুমিন তাঁর সুন্দর ও শালীন ভাষায় কথা বলবে। মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো, 'মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলো।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ৮৩)

২. অশ্লীলতা পরিহার করা : ইসলাম সব ধরনের অশ্লীলতা অপছন্দ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীলতায় জড়িত ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না এবং যারা অশ্লীলতা ছড়ায় তাদেরও পছন্দ করেন না।'

(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ৩১০)

৩. ধৈর্য ও সংযম : ধৈর্য ও সংযম মুমিনজীবনের অন্যতম সৌন্দর্য। পবিত্র কোরআনে ধৈর্যকে সৌন্দর্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'ইয়াকুব বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনি সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই সুন্দর। হয়তো আল্লাহ তাদের একসঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন। অবশ্য তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ৮৩)

৪. পোশাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্য : ইসলাম সাধ্যমতো উত্তম পোশাক পরতে উৎসাহিত করে। উত্তম পোশাকের অর্থ শুধু দামি বা মূল্যবান নয়, বরং তার অর্থ হলো শালীন, মার্জিত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বনি আদম! প্রত্যেক নামাজের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)

৫. অহেতুক বিষয় পরিহার করা : অহেতুক বিষয় পরিহার করাও মুমিনের জীবনের অন্যতম সৌন্দর্য। অহেতুক কাজ হলো প্রত্যেক এমন কাজ, যার পার্থিব বা পরকালীন কোনো কল্যাণ নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সুন্দর মুসলিম হওয়ার একটি নিদর্শন হলো, অর্থহীন কাজ ত্যাগ করা।' (তিরমিজি, হাদিস ২৩১৮)

৬. চরিত্র রক্ষা করা : মুমিনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চরিত্রবান হওয়া। নিজের চাহিদা পূরণের জন্য সে কোনো অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে না, বরং আল্লাহর ভয়ে নিজেকে সংযত রাখে। ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফজত করে।'

(সুরা : নুর, আয়াত : ৩০-৩১)

৭. আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করা : মুমিনের সৌন্দর্যের আরো একটি দিক হলো আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করা। আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ করছেন যে তোমরা আমানত তার হকদারকে আদায় করে দেবে।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ৫৮)

৮. সুরের সৌন্দর্য : শরিয়ত অনুমোদিত স্থানে ইসলাম সুর-ছন্দের চর্চাকে অনুমোদন দিয়েছে। যেমন সুললিত কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করা। আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) আবু মুসাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'গত রাতে আমি যখন তোমার কোরআন পাঠ শুনছিলাম তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে তাহলে খুব খুশি হতে। তোমাকে তো দাউদ (আ.)-এর মতো সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দেওয়া হয়েছে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৭৩৭)

# দোয়া ও জিকিরে সজীব হোক রমজান

**মোঃ আবদুল মজিদ মোল্লা**

ইবাদত ও আমলের ভরা বসন্ত রমজান। এই মাসে মুমিন অধিক পরিমাণে ইবাদতে মগ্ন হয়; যার অন্যতম আল্লাহর জিকির ও দোয়া। দোয়া ও জিকির হলো ইবাদতের প্রাণ। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

অতএব, আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে নামাজ কায়েম করো।'

(সুরা : তাহা, আয়াত : ১৪)

সুতরাং মুমিন চেষ্টা করবে রমজান মাসের প্রতিটি ইবাদত যেন আল্লাহর স্মরণে সমৃদ্ধ হয়। কোনো ইবাদত যখন আল্লাহর স্মরণ, ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির জন্য হয়, তখন সে ইবাদতকে বলা হয় ইখলাস বা নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত। বান্দার কাছে মহান আল্লাহর চাওয়া হলো তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বিন।'

(সুরা : বাইয়িনাহ, আয়াত : ৫)

ইবাদতে আল্লাহর স্মরণ ও নিষ্ঠা আকস্মিকভাবে জন্ম নেয় না, বরং দীর্ঘ সাধনা ও চেষ্টার পরই কেবল তা তৈরি হয়। আর এ জন্যই পবিত্র কোরআনে বারবার জিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।'

(সুরা : আহজাব, আয়াত : ৪১-৪২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ সেসব বান্দার প্রশংসা করেছেন যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির করে। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে ও বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদের অগ্নিশাস্তি থেকে রক্ষা কোরো।'

(সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৯১)

যারা আল্লাহর জিকিরে আত্মনিয়োগ করবে তাদের জন্য রয়েছে বহুবিধ পুরস্কার। বান্দার জন্য জিকিরের সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহর স্মরণ লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আমাকে স্মরণ কোরো আমিও তোমাদের স্মরণ করব।

তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।'

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৫২)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'বান্দা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহ তাঁর দয়া ও ক্ষমার মাধ্যমে বান্দাকে স্মরণ করে।'

(তাফসিরে ইবনে কাসির)

রমজান মাসে জিকিরের মতো দোয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। কোরআনের একাধিক আয়াতে দোয়ার প্রতি বান্দাদের উৎসাহিত করে হয়েছে। 'তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি সাড়া দেব।'

(সুরা : মুমিন, আয়াত : ৬০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার ওপর ঈমান আনুক; যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।'

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৬)

পূর্বসূরি আলেমরা রমজান মাসকে দোয়ার মাস বলেছেন। কেননা রমজান মাসে দোয়া কবুলের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, 'তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না : ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোজাদার যখন সে ইফতার করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির দোয়া।'

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৭৫২)

রমজান মাসে দোয়া কবুলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সময় সাহরির সময়। এই সময় আল্লাহ দোয়া কবুল করেন।

নবীজি (সা.) বলেন, 'রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের প্রতিপালক পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, কে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেব, কে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করব, কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব।'

# মোজতবা খামেনি: ২০ বছর ধরে যেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করলেন

## কে আরমিন সেরজোই

ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে খামেনি পরিবারের একজনকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েলের বিমান হামলায় নিহত হওয়া সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর ছেলে মোজতবা হোসেইনি খামেনিকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ৫৬ বছর বয়সী মোজতবা খামেনি প্রয়াত আলী খামেনির দ্বিতীয় ছেলে। ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পর আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি প্রায় ৩৬ বছর দেশটির নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার প্রথম দিনেই মোজতবার স্ত্রী এবং ধারণা করা হয় তাঁর এক সন্তানও নিহত হন।

মোজতবা খামেনি আগে কখনো আনুষ্ঠানিক কোনো সরকারি পদে ছিলেন না। তবে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে পর্দার আড়ালে প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখা হতো। অনেকের মতে, বহু বছর ধরে তিনি এমন এক অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য কৌশল করে যাচ্ছিলেন, যেখানে প্রায় কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা ভারসাম্য ছাড়াই বিপুল ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। অনেকের ধারণা বিশ বছরেরও বেশি সময় আগে থেকেই মোজতবা তাঁর বাবার উত্তরসূরি হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। মোজতবাকে সর্বোচ্চ নেতা বানানোর সিদ্ধান্ত ইরানের ওপর হামলা চালানো শক্তিগুলোর প্রতি একধরনের প্রতিরোধের বার্তাও হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, হামলাকারীদের লক্ষ্য যে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন, তা স্পষ্ট।

৩ মার্চ ইসরায়েল এমন এক ভবনে হামলা চালায়, যেখানে ৮৮ জন আলেমের পরিষদ 'অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস'-এর নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের জন্য বৈঠক করার কথা ছিল। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প আলী খামেনিকে ইতিহাসের সবচেয়ে দুষ্ট মানুষের একজন বলে মন্তব্য করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি মোজতবা খামেনিকেও গ্রহণযোগ্য নন বলে মন্তব্য করেন।

মোজতবাকে লক্ষ্য করে হামলার আশঙ্কাও সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের ঘোষণাটি বিলম্বিত হওয়ার একটি কারণ হতে পারে। প্রথম খবর ফাঁস হওয়ার পাঁচ দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে ঘোষণাটি শিয়া সম্প্রদায়ের ক্যালেন্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্ভাব্য হামলা থেকে তাঁকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

রবিবার এবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'মোজতবাকে আমাদের অনুমোদন নিতে হবে। যদি তিনি আমাদের অনুমোদন না পান, তাহলে তিনি বেশি দিন টিকতে পারবেন না। আমরা চাই না প্রতি দশ বছর পরপর আবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হোক, বিশেষ করে যখন আমার মতো প্রেসিডেন্ট থাকবে না, যে কঠোর পদক্ষেপ নেবে।' মোজতবা খামেনিকে সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের খবরটি ইরানের মানুষের কাছে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হয়। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর সম্পর্কে নানা ধরনের ক্ষমতার কৌশল ও রাজনৈতিক চালচিত্রের গল্প প্রচলিত রয়েছে।

২০০৫ সালে যখন তেহরানের তুলনামূলকভাবে অল্প পরিচিত মেয়র মাহমুদ আহমাদিনেজাদ হঠাৎ করেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তখন ধারণা করা হয় যে ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী ও বাসিজ প্যারামিলিটারি বাহিনীর সমর্থন নিশ্চিত করতে মোজতবা খামেনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এরপরের বছরগুলোতে কোম শহরের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াশোনা ও শিক্ষকতার আড়ালে তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা ক্রমেই বাড়ছে বলে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে।

অনেকের মতে, তাঁর বাবার মতোই ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সাম্প্রতিক মার্কিন ও ইসরায়েলি হামলায় ওই বাহিনীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির বড় অংশই হুমকির মুখে পড়েছে।

রোববার বিপ্লবী গার্ড বাহিনী এক বিবৃতিতে নতুন নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, পূর্ণ আনুগত্য এবং নিঃশর্ত বাধ্যতার অঙ্গীকার করেছে। তেহরানভিত্তিক এক বিশ্লেষকের মতে, গার্ড বাহিনী এখন শুধু প্রক্সি গোষ্ঠী বা ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য যুদ্ধ করছে না। তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই লড়ছে। তারা এমন এক জটিল ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করেছে, যার শাখা-প্রশাখা ইরানের অর্থনীতি, গণমাধ্যম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এই কাঠামো অন্য অনেক শক্তি ও গোষ্ঠীকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

ওই বিশ্লেষক আরও বলেন, এখন অনেক গোষ্ঠী প্রকাশ্যেই বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর ক্ষমতা সীমিত করা বা এমনকি তা ভেঙে দেওয়ার কথাও বলছে। যদি এ ধরনের কোনো গোষ্ঠীর কেউ সর্বোচ্চ নেতা হন, তাহলে গার্ড বাহিনীর দিন ফুরিয়ে যেতে পারে। ইরানের ওপর সাম্প্রতিক হামলাগুলো হয়তো মোজতবা খামেনির ক্ষমতায় ওঠার পথ সহজ করেছে, কিন্তু একই সঙ্গে দেশের নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের সুযোগও সংকুচিত করেছে। বরং এই যুদ্ধ ইরানের সেই বিপ্লবী আদর্শকে আরও শক্ত করেছে, যেখানে দেশটিকে পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হয়।

আগে যদি সামান্য সম্ভাবনাও থাকত যে মোজতবা খামেনি সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের মতো বড় ধরনের সংস্কারের পথে যেতে পারেন, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নও থাকতে পারত। এখন তা প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। ওই হামলায় তিনি শুধু বাবাকেই হারাননি, হারিয়েছেন মা, স্ত্রী এবং এক সন্তানকে। তাঁর মনে প্রতিশোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, আর গার্ড বাহিনীও তা জানে। ট্রাম্পের প্রকাশ্য বিরোধিতাও মোজতবা খামেনির নির্বাচিত হওয়ার পথ আরও সহজ করে থাকতে পারে।

পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রাজনৈতিক কর্মীর মতে, খামেনির ছেলে উত্তরসূরি হতে পারেন—এমন সম্ভাবনা আগেই ছিল। গত কয়েক মাসে অন্য গোষ্ঠীগুলো 'অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস'-এর ৮৮ সদস্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু যখন ট্রাম্প, যাঁকে এই শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে দেখা হয়, প্রকাশ্যে বলেন যে তিনি মোজতবা খামেনিকে মেনে নেবেন না, তখন তাঁর নির্বাচিত হওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। কারণ, তখন তাঁর বিরোধিতা করলে সহজেই তাঁকে আমেরিকার পক্ষে বলে অভিযুক্ত করা যেত।

মোজতবাকে লক্ষ্য করে হামলার আশঙ্কাও সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচনের ঘোষণাটি বিলম্বিত হওয়ার একটি কারণ হতে পারে। প্রথম খবর ফাঁস হওয়ার পাঁচ দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে ঘোষণাটি শিয়া সম্প্রদায়ের ক্যালেন্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্ভাব্য হামলা থেকে তাঁকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

রক্ষণশীল কলাম লেখক আলী গোলহাকি, যিনি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, নতুন নেতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাঁর নির্বাচনের প্রক্রিয়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কে আরমিন সেরজোই ইউরোপভিত্তিক ইরানি সাংবাদিক।


WorkPermitCloud Ltd.

*A cloud-based solution for all your Immigration needs*

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?

Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website

# সোশ্যাল মিডিয়ার আয়নায় মানুষের প্রত্যাশা বিশ্লেষণ

**ড. শাহ জে মিয়া**

বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়া শুধু ব্যক্তিগত যোগাযোগের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। সোশ্যাল মিডিয়ার সুবিশাল তথ্যভান্ডার বা 'বিগ ডেটা' এখন আমাদের সামনে এক অভাবনীয় সুযোগ তৈরি করেছে নতুন বাস্তবতা বের করে নিয়ে আসার। সোশ্যাল মিডিয়ার মানুষের তৈরি ডেটা মূলত সমাজ মনিটরিং বা সমাজের সার্বিক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলনের এক স্বচ্ছ আয়নায় পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে অনেক বাস্তব ধারণা পাওয়া সম্ভব। এ বিগ ডেটার যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা এখন খুব সহজেই মনিটর করতে পারি-দেশের মানুষ রাজনৈতিক দলগুলোকে কীভাবে দেখছে, দলগুলো কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, রাষ্ট্র বা দল পরিচালনায় কোনো প্রতিবন্ধকতা বা অসুবিধা আছে কিনা এবং সর্বোপরি জনমতের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে।

এ বাস্তবতা সামনে রাখলে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের পূর্ববর্তী পরিস্থিতি এবং বিএনপির নতুন সরকার গঠনের পর সাধারণ মানুষ কী ভাবছে, তা বোঝার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াকে অবজ্ঞা করা অসম্ভব। এ বিশাল সোশ্যাল মিডিয়া তথ্যভান্ডারে মানুষ কী বলছে, তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কী? এ রিসার্চ কোয়েশ্চেন সামনে রেখে কিছু অজানা বিষয়বস্তু নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ফেসবুক সাইটগুলোকে সিলেক্ট করে ওয়েব-স্ক্রাবিং টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে ডেটা কালেক্ট করেছিলাম। কনটেন্ট পোস্টের তারিখ ছিল ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি। কনটেন্ট ডেটাগুলোকে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছিলাম। এ গবেষণায় আমরা ইতিবাচকতার দৃষ্টান্ত-এর মধ্যে থাকছি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ কী বলছে বা মানুষের চিন্তাধারায় কী ধরনের পরিবর্তন আসছে, তা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য জানা অত্যন্ত জরুরি। এটি আমাদের সাধারণ মানুষের প্রকৃত ধারণা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ চিত্র দেয়। তবে এ ধরনের গবেষণায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো তথ্যের নিরপেক্ষতা। তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আমরা এমন সব জায়গা বা ফেসবুক পেজ থেকে ডেটা সংগ্রহ করেছি, যারা সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের অংশ নয়। আমরা এটি শতভাগ নিশ্চিত করেছি যে, সংগৃহীত ডেটা যেন কোনোভাবেই বিএনপি, জামায়াত বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম থেকে না আসে।

বাংলাদেশের সম্প্রতিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে আমরা মূলত তিনটি নির্দিষ্ট সময়ের (১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি) ওপর ভিত্তি করে আমাদের গবেষণার ফলাফল প্রস্তুত করেছি : ১. প্রাক-নির্বাচন (ভোটের আগে), ২. নির্বাচন-পরবর্তী সময় এবং ৩. গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখের পর নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পরবর্তী সময়। পুরো বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিকে আমরা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমেই রয়েছে ওয়ার্ড ক্লাউড, এর মাধ্যমে দেখা যায়, মানুষের দৈনন্দিন আলোচনায় কোন শব্দগুলোর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি ছিল এবং কোন শব্দগুলো মানুষ বারবার ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক, উভয় ধরনের শব্দই স্থান পেয়েছে। তারপরে সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস, এই ধাপে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় কত শতাংশ মানুষ বিএনপির সঙ্গে সম্পর্কিত ইতিবাচক, নেতিবাচক বা নিরপেক্ষ কথা বলছেন। বিশেষ করে, নবগঠিত বিএনপি সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে মানুষের মনোভাব কেমন, তার একটি পরিসংখ্যানগত চিত্র এ সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে। এরপর রয়েছে শীর্ষ ৫ পরিভাষা। এই ধাপে আমরা নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের পর এবং সরকার গঠনের পর, এ তিন সময়ের প্রতিটি স্তরে মানুষের আলোচনায় উঠে আসা শীর্ষ ৫টি পরিভাষা চিহ্নিত করেছি। সবশেষে, সংগৃহীত তথ্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য আমরা একটি নির্ভরযোগ্যতার সূচকও ক্যালকুলেট করেছি। এর ফলে আমাদের এ বিশ্লেষণের ফলাফল সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে। আমাদের এ বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তিন ধাপের 'ওয়ার্ড ক্লাউড' বা শব্দ-মেঘ বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মানসিকতা, রাজনৈতিক উত্তাপ এবং সরকারের প্রতি তাদের প্রত্যাশার এক চমৎকার পরিবর্তনশীল চিত্র ফুটে ওঠে।

প্রথমেই রয়েছে প্রাক-নির্বাচন। নির্বাচনের ওয়ার্ড ক্লাউডে রাজনৈতিক বিভাজন এবং নির্বাচনি উত্তাপের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা গেলেও বিএনপির অবস্থান ছিল সর্বত্রই মানুষের আলোচনায়। এখানে 'বিএনপি', 'ভোট', 'তারেক', 'ধানের শীষ', 'আওয়ামী লীগ', এবং 'মির্জা আব্বাস'-এ শব্দগুলো সবচেয়ে বেশি মানুষের কমেন্টে ব্যবহৃত হয়েছে, যা বলছে যে মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি, তারেক রহমান এবং তার প্রার্থীরা। পাশাপাশি 'ইনশাআল্লাহ' এবং 'জয়'-এর মতো আশাবাদী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে 'চোর', 'বাটপার', 'চাঁদাবাজ', 'বয়কট' এবং 'ভারত'-এর মতো শব্দগুলো প্রমাণ করে যে, সাইবার স্পেসে রাজনৈতিক আক্রমণ, পালটা আক্রমণ এবং ভূ-রাজনৈতিক ইস্যুগুলো নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছিল সেসময়।

তারপর আসছে নির্বাচন-পরবর্তী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা। ভোটগ্রহণের পর সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনার ধরনে দৃশ্যত পরিবর্তন আসে। এ ধাপে 'বিজয়', 'ইনশাআল্লাহ', 'আল্লাহ', 'ভালো' এবং 'আজ'-এর মতো শব্দগুলো বড় হয়ে ওঠে, যা বিজয়ী দল বিএনপির সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, স্বস্তি এবং ধর্মীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইঙ্গিত দেয়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ সময়েও 'ফ্যাসিবাদ', 'দালাল', 'বাটপার' ও 'শকুনের'-এর মতো কড়া নেতিবাচক শব্দগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ শক্তিশালীভাবে উপস্থিত ছিল। এটি প্রমাণ করে, নির্বাচনের ফলাফল আসা সত্ত্বেও অতীতের শাসনব্যবস্থা, ধ্যানধারণা এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে জমে থাকা ক্ষোভ তখনো প্রশমিত হয়নি। তবে লক্ষণীয়, মানুষের কাছে বিএনপির গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রমাণিত।

তৃতীয় ধাপে রয়েছে সরকার গঠন-পরবর্তী সম্পর্কে আলোচনা। নতুন সরকার গঠনের পর ওয়ার্ড ক্লাউডের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে রাজনৈতিক কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির চেয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী', 'তারেক', 'সরকার' ও 'শপথ' শব্দগুলো জানান দিচ্ছে মানুষ ক্ষমতার পটপরিবর্তনকে কীভাবে গ্রহণ করেছে। তবে এ ধাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- 'সংস্কার', 'সংবিধান', 'কাজ' ও 'সিদ্ধান্ত' শব্দগুলোর ব্যাপক ব্যবহার। এর মানে হলো, সাধারণ মানুষ এখন বিএনপির নতুন সরকারের কাছে কাঠামোগত পরিবর্তন ও দৃশ্যমান কাজের আশা করছে। এ ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় 'মাফিয়া' ও 'জুলাই' শব্দ দুটির জোরালো উপস্থিতি প্রমাণ করে, চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা মানুষের মনে এখনো গেঁথে আছে এবং বিগত 'মাফিয়া' ব্যবস্থার বিচারের দাবি এখনো সোশ্যাল আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এটি বিএনপির কাছে গণমানুষের প্রত্যাশার কথাটি মনে করিয়ে দেয় বলে আমি বিশ্বাস করি।

ওয়ার্ড ক্লাউডের এই ডেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশের নাগরিকরা এখন আর শুধু আবেগতাড়িত রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নেই; বরং তারা ভোটের মাঠের উত্তেজনা পার করে এখন রাষ্ট্রীয় 'সংস্কার', 'সংবিধান' ও 'কাজ'-এর মতো যৌক্তিক ও গঠনমূলক আলোচনার দিকে ধাবিত হয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ভবিষ্যৎ ও টেকসই বাংলাদেশ গড়ার যাত্রায় সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিএনপির ওপর গণমানুষের মনোভাব এখনো ইতিবাচক অবস্থানে আছে। এখানে বলে রাখি, সোশ্যাল মিডিয়া ডেটার সবকিছু বিশ্বাসযোগ্য, এটা বলা ঠিক না। আমরা যা-ই বলি না কেন, সোশ্যাল মিডিয়া ডেটা অনেক সময়ে বায়াস (পক্ষপাতদুষ্ট) হতে পারে, তাই এ থেকে বের করা ফলাফল বিশ্বাস করা প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সোশ্যাল মিডিয়া ডেটা একমাত্র সহজ উপায় মানুষের মতামতের মোটামুটি একটা অবস্থান বোঝার। তাই আমি মনে করি, এআই এবং সোশ্যাল লিসেনিংয়ের মাধ্যমে জনমত মনিটর করার এ পদ্ধতি শুধু সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যই প্রয়োজনীয় নয়; বরং রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন প্রশাসনিক দিক এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে জরুরি। প্রযুক্তিনির্ভর এ মনিটরিং ব্যবস্থা আগামী দিনে নীতিনির্ধারক, রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপি ও সরকারকে নিজেদের ভুলত্রুটি শুধরে জনবান্ধব ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে আরও বেশি সহায়তা করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

*ড. শাহ জে মিয়া : প্রফেসর অফ বিজনেস অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড এআই, নিউক্যাসল*

# ইরান যুদ্ধ : বদলে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি

**মাহবুব আলম**

আজ থেকে অনেক বছর আগে মাও জেদং সাম্রাজ্যবাদকে কাগুজে বাঘ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি আরো বলেছিলেন, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু যেমন দ্বৈত চরিত্রবিশিষ্ট (একেই বলে বিপরীতের সমন্বয়ের ধর্ম), তেমনি সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীলদেরও দ্বৈত চরিত্র রয়েছে। তারা প্রকৃত বাঘ এবং একই সময়ে তারা কাগুজে বাঘ। এই বিষয়ে আজ থেকে ৫৭ বছর আগে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক হায়দার আকবর খান রনো তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদের রূপরেখা' বইয়ে বলেন, 'অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করা সম্ভব, যেহেতু সে কাগুজে বাঘ মাত্র।

আবার অন্যদিকে তাকে বধ করার জন্য লড়াই করতে হবে, কারণ সে হিংস্র বাঘ।'

সাম্রাজ্যবাদ যে কাগুজে বাঘ, আবার একই সঙ্গে হিংস্র বাঘ, তা আবারও প্রমাণিত হচ্ছে ইরান যুদ্ধে। অনেক হম্বিতম্বি করে ইরান আক্রমণ করে, ইরানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার যে স্বপ্ন ট্রাম্প প্রশাসন দেখেছিল, তা এরই মধ্যে ব্যর্থ হয়েছে। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কার্যত কাগুজে বাঘ। মনে রাখতে হবে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হলো ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি, ইতালি, স্পেনসহ সব সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল। এই মোড়ল এখন নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। তাইতো এই যুদ্ধে সে অন্যান্য মিত্রকেও টেনে আনার চেষ্টা করছে। সেই সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধেরও একটি অজুহাত খুঁজছে।

ইরান যুদ্ধ : বদলে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৫ বছর ধরে এই দুনিয়ায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে, যা ইচ্ছা তা-ই করেছে। কখনো ইরাক দখল করেছে, কখনো আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া, গ্রানাডা ইত্যাদি দেশ। সর্বশেষ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে ওই দেশটির তেল দখলে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে। পাঁয়তারা করছে প্রতিবেশী দেশ কানাডা ও গ্রিনল্যান্ড দখলের। এই দখলপ্রক্রিয়ার মধ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বিনা উসকানিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া মানবতাবিরোধী জায়নবাদী ইসরায়েলকে সঙ্গে নিয়ে ইরান আক্রমণ করেছে।

হত্যা করেছে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ অসংখ্য মানুষকে। এমনকি বোমা মেরে স্কুল উড়িয়ে দিয়ে স্কুলের নিষ্পাপ শিশুদেরও হত্যা করেছে এবং এই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত আছে।

যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছিল, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে ইরান আত্মসমর্পণ করবে। আর ওরা ইরাক, লিবিয়া ও ভেনেজুয়েলার মতো তেল দখল করে বিজয় নিশান ওড়াবে। সেই সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে বৃহত্তর ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন পূরণ করবে, যা এরই মধ্যে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা দিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি এ বিষয়ে একটি মানচিত্রও প্রদর্শন করেছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রথমে গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফিলিস্তিনিদের উত্খাতের চেষ্টা করেন, যা তাঁরা অনেকাংশে সফল হয়েছেন। তারপর গত বছর ইরানে হামলা করে ইরানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন। ১২ দিনের নিরন্তর প্রচেষ্টার পরও ব্যর্থ হয় মার্কিন-ইসরায়েলি প্রচেষ্টা। সেই ব্যর্থতাকে ঢেকে দিয়ে ইরানের ধ্বংস ও মধ্যপ্রাচ্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে এবার মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ১০ দিনব্যাপী যুদ্ধে ইরান যেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে পালটা আঘাত হানতে শুরু করেছে, তাতে স্পষ্ট হয়ে গেছে, যত গর্জে, তত বর্ষে না। প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র নিজেই কাগুজে বাঘ। তবে তা হিংস্রও বটে। আর তাইতো ইরানকে কৌশল করে সাহসের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে।

এই লড়াইয়ে ইরানের রণনীতি ও রণকৌশল ঠিক থাকলে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় নিশ্চিত। আর তা যদি হয়, তাহলে দুই দিন আগে হোক, পরে হোক, মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। ঠিক যেভাবে ফ্রান্সকে আফ্রিকা থেকে পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে। সেই সঙ্গে বৃহত্তর ইসরায়েল গঠন আর গাজা উপত্যকার ট্রাম্পের সাধের রিসোর্ট পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্নও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। আর মুসলিম বিশ্ব লজ্জায় মুখ ঢাকবে ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা আর সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনের জন্য। এরই মধ্যে সৌদি নেতাদের মধ্যে উপলব্ধি হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের রক্ষার চেয়ে ইসরায়েলকে রক্ষা করাটাই মুখ্য মনে করে। এর প্রমাণ মিলেছে সৌদিসহ আরববিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায়। ইরান নির্বিঘ্নে সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, আরব আমিরাতে হামলা করেছে। অথচ বহির্বিশ্বের হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের দেশে ঘাঁটি করতে দিয়েছে। দিয়েছে বিপুল অর্থ ও সম্পদ। সেই সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আত্মমর্যাদাকে ধুলায় লুণ্ঠিত করেছে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত যদি আরব দেশগুলোর বোধোদয় হয়, তাহলে ভালো। না হলেও ভালো। কারণ এতে ওদের মুখোশ পুরোপুরি খসে পড়বে।

যা বলছিলাম, যুক্তরাষ্ট্রের হম্বিতম্বিতে এবার কাজ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র এবার সত্যি বিপদে পড়ে গেছে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে নিজেদের জনগণকে কিভাবে সামাল দেবে, তা বলা কঠিন। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদেরও অনেকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছে। যেই সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায়, আর যে সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে ভয় পায়, যেতে অস্বীকার করে, সেই সেনাদল দিয়ে আর যা-ই হোক, যুদ্ধ জেতা যায় না। যেমন জেতা যায়নি ভিয়েতনামে, আফগানিস্তানে (দ্বিতীয় দফায়)। যেমন যুক্তরাষ্ট্র জিততে পারেনি কোরীয় যুদ্ধে।

তবে এটিও ঠিক যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খুব সহজে হার মানবে না। আঘাতে আঘাতে শেষ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ বাইরে যত হিংস্রই হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে সে দুর্বল। তাই ইরান যদি এই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে কোরীয় যুদ্ধের মতো, ভিয়েতনাম যুদ্ধের মতো, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় নিশ্চিত। আর যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় মানে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পরাজয়, আর সারা দুনিয়ার মেহনতি লড়াকু মানুষের জয়। জয় মজলুমের। আর এই জয় নিশ্চিতভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনকে এগিয়ে নেবে। সেই সঙ্গে ভেনেজুয়েলা, কিউবা, কলম্বিয়াসহ বিভিন্ন দেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যে শকুনি দৃষ্টি রয়েছে, তা থেকে দেশগুলো আপাতত রক্ষা পাবে; যা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি ও আবশ্যক।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

# যুদ্ধের শেষ কোথায়

দিয়ে বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবহন করা হয়। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে তেলবাহী ট্যাংকার চলাচল বন্ধ থাকায় অনেক উৎপাদক দেশ তেল উত্তোলন কমাতে বাধ্য হয়েছে, কারণ সংরক্ষণাগার দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। দিনের এক পর্যায়ে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম প্রায় ২৯ শতাংশ পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে। পরে দিন শেষে তা প্রায় ৭ শতাংশ বাড়তি দামে লেনদেন শেষ করে, যা ২০২২ সালের পর সর্বোচ্চ। তবে পরবর্তী লেনদেনে কিছুটা কমে আসে। ট্রাম্প যুদ্ধ শেষ হতে পারে বলে মন্তব্য করায় মঙ্গলবার তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের নিচে নেমে আসে।

আরামকো'র সতর্কবার্তা:

বিশ্বের শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবের আরামকো মঙ্গলবার জানিয়েছে, যদি ইরান হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলকে এভাবেই ব্যাহত করতে থাকে, তবে বিশ্ব তেলের বাজারে এর 'বিপর্যয়কর পরিণতি' হতে পারে। আরামকো'র সিইও আমিন নাসের সাংবাদিকদের বলেন, এই অচলাবস্থা কেবল জাহাজ চলাচল এবং বীমা খাতকেই ওলটপালট করে দেয়নি, বরং এটি বিমান চলাচল, কৃষি, অটোমোবাইল এবং অন্যান্য শিল্পেও ভয়াবহ 'ডমিনো ইফেক্ট' বা ধারাবাহিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলার ইঙ্গিত দিচ্ছে। নাসের উল্লেখ করেন, বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে তেলের মজুত গত পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এই সংকটের ফলে মজুত তেলের পরিমাণ আরও দ্রুত হারে কমতে থাকবে। তাই হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক হওয়া এখন অত্যন্ত জরুরি।

নতুন নেতৃত্ব ঘিরে উত্তেজনা:

এদিকে ইরানে নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে মোজতবা খামেনিকে সামনে আনার খবর পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে। তিনি নিহত সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনির ছেলে। যুদ্ধের প্রথম দিন ইসরাইলি হামলায় আলি খামেনি নিহত হন। ট্রাম্প ইতিমধ্যে মোজতবা খামেনিকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করেছেন এবং ইরানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করেছেন। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে দেশটির বিভিন্ন শহরে নতুন নেতার প্রতি সমর্থন জানিয়ে জনসমাবেশের খবর দেখানো হয়েছে। সমাবেশে অংশ নেয়া মানুষজন হাতে ইরানের পতাকা এবং আলি ও মোজতবা খামেনির ছবি প্রদর্শন করেন। ইসফাহানের ঐতিহাসিক ইমাম স্কয়ারে এক সমাবেশ চলাকালে আশপাশে বিমান হামলার শব্দ শোনা যায় বলে জানায় রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন। সেখানে উপস্থিত সমর্থকেরা 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান দিতে থাকেন।

হামলা ও ক্ষয়ক্ষতি

সংঘাতের মধ্যেই ইরানের একটি তেল শোধনাগারে হামলার পর রাজধানী তেহরানের আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক সতর্ক করে বলেছেন, এই আগুনের কারণে খাদ্য, পানি ও বায়ু দূষণের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এদিকে তুরস্ক জানিয়েছে, ইরান থেকে ছোড়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তাদের আকাশসীমায় ঢুকে পড়লে ন্যাটোর আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেটি ভূপাতিত করে। যুদ্ধ শুরুর পর এটি দ্বিতীয় এমন ঘটনা। ইসরাইলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা ইরানের মধ্যাঞ্চলে নতুন করে হামলা চালিয়েছে এবং লেবাননের রাজধানী বৈরুতেও আঘাত হেনেছে। ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ সীমান্ত থেকে হামলা চালানোর পর ইসরাইল সেখানে অভিযান বিস্তৃত করেছে।

ইরানের জাতিসংঘ রাষ্ট্রদূতের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার ৩৩২ জন ইরানি বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। লেবাননে ৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন এবং প্রায় সাত লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। অন্যদিকে ইসরাইলে ইরানের পালটা হামলায় তেল আবিবের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে একটি নির্মাণস্থলে শার্পনেল পড়ে একজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে জরুরি সেবাকর্মীরা। এতে ইসরাইলে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ জনে।

তেলের ঘাটতি মোকাবিলার উদ্যোগ:

এদিকে তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, সরবরাহ সংকট কমাতে যুক্তরাষ্ট্র কিছু দেশের ওপর আরোপিত তেলসংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে পারে। একাধিক সূত্রের মতে, এর মধ্যে রাশিয়ান তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আংশিক শিথিল করার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত মজুত থেকে তেল ছাড়া কিংবা দেশটির তেল রপ্তানি সীমিত করার মতো পদক্ষেপও বিবেচনায় রয়েছে।

× যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক হামলা সমর্থন করেন না

ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা নিয়ে মার্কিন জনমত স্পষ্টভাবে বিভক্ত। এমনটাই উঠে এসেছে রয়টার্স/ইপসোসের সামপ্রতিক এক জরিপে। জরিপ অনুযায়ী, অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক এই হামলার বিরোধিতা করছেন এবং অনেকেই মনে করছেন না যে যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধ দ্রুত শেষ হবে। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রকাশিত জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মাত্র ২৯ শতাংশ ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক হামলাকে সমর্থন করেছেন। বিপরীতে ৪৩ শতাংশ সরাসরি এর বিরোধিতা করেছেন। আর ২৮ শতাংশ এ বিষয়ে নিশ্চিত মত দেননি বা প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন। দলীয় অবস্থানের ভিত্তিতে মতামতে বড় ধরনের পার্থক্য দেখা গেছে। জরিপে অংশ নেয়া রিপাবলিকানদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ ইরানে হামলার পক্ষে মত দিয়েছেন। বিপরীতে ডেমোক্রেটদের বড় অংশ-৭৬ শতাংশ এই সামরিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন।

এদিকে ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা দ্রুত শেষ হবে কিনা- এ প্রশ্নেও মার্কিনদের মধ্যে সংশয় দেখা গেছে। জরিপ অনুযায়ী, সব প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরদাতার মধ্যে ৬০ শতাংশ মনে করেন না যে, এই সম্পৃক্ততা দ্রুত শেষ হবে। মাত্র ৩৬ শতাংশ মনে করেন এটি দ্রুত শেষ হতে পারে। দলভিত্তিক মতামতেও একই ধারা দেখা গেছে। রিপাবলিকানদের মধ্যে ৬২ শতাংশ বিশ্বাস করেন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা দ্রুত শেষ হতে পারে। কিন্তু ডেমোক্রেটদের মধ্যে ৭৭ শতাংশ মনে করেন এই সংঘাত দ্রুত শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই জরিপটি ৬ থেকে ৯ই মার্চের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ১ হাজার ২১ জন প্রাপ্তবয়স্কের ওপর পরিচালিত হয়। জরিপটির সম্ভাব্য ত্রুটির সীমা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্লাস বা মাইনাস ৩ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

# ইরানের বিপর্যয়ের পেছনে ইহুদি

২০১৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ক্যাথরিন বিভিন্ন সময়ে ইরানে প্রবেশ করেন সাংবাদিক, গবেষক ও চিন্তাবিদের পরিচয়ে। সহজেই মিশে যান রেভল্যুশনারি গার্ডসহ শীর্ষ মহলে। এমনকি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক ছিল ইরানের নারী সমাজের উচ্চপর্যায়ে তাঁর প্রবেশ।

২০১৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে তিনি ইরানি সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। ঘনিষ্ঠতা, আড্ডা ও বিশ্বাসের আড়ালে গৃহিণীদের মুখ থেকে তুলে আনতেন চরম গোপন তথ্য–স্বামী কোথায় কর্মরত, কখন কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে মিটিং করছেন, কারা তাঁর সাথে থাকেন ইত্যাদি।

এই কথোপকথন গোপনে রেকর্ড করতেন ক্যাথরিন। পরবর্তীতে সেই তথ্যই পরিণত হতো রক্তাক্ত মিশনে। ইরানের নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, ২০২০ ও ২০২১ সালে যেসব পরমাণু বিজ্ঞানী ও সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যার শিকার হতে হয়েছে, তার পেছনে ছিল ক্যাথরিনের সংগ্রহ করা তথ্য। বিশ্লেষকরা আরও বলেন, আজও ইসরায়েলের বিভিন্ন নিখুঁত সামরিক অভিযানের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সময়ের তথ্যভাণ্ডার।

২০২১ সালের শেষদিকে ইরানি গোয়েন্দারা তাঁর গতিবিধি নিয়ে সন্দিহান হলে ক্যাথরিন দ্রুত ইরান ত্যাগ করেন। তবে তার আগেই তিনি রেখে গেছেন এক রক্তাক্ত ও ভয়ানক ইতিহাস। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল একটি গুপ্তচর কাহিনি নয়, বরং নারীত্ব, সরলতা ও ধর্মীয় মুখোশকে পুঁজি করে একটি দেশের সামরিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলার এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

# মোজতবা খামেনি নতুন সর্বোচ্চ

মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। ইরানি গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ১৭ বছর বয়সে ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলাকালে তিনি স্বল্প সময়ের জন্য বেশ কয়েকবার সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। এরপর ১৯৯৯ সালে তিনি ধর্মীয় পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পবিত্র শহর কোমে যান, যা শিয়া ধর্মতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত। তবে, তিনি বেশির ভাগ সময়েই নিজেকে আড়ালে রেখেছেন। তিনি কখনো কোনো সরকারি পদে ছিলেন না এবং জনসমক্ষে কোনো বক্তৃতা বা সাক্ষাৎকারও দেননি। তার খুব অল্পসংখ্যক ছবি ও ভিডিওই জনসম্মুখে এসেছে। এমনকি অনেক ইরানি তার কণ্ঠ পর্যন্ত শোনেননি। যদিও তারা বছরের পর বছর ধরে জানেন, মোজতবা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে উঠে আসা একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

মোজতবা খামেনি কখনো কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি বা জনমতের মুখোমুখি হননি। তবে কয়েক দশক ধরে তিনি সর্বোচ্চ নেতার ঘনিষ্ঠ মহলে একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত এবং ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

এদিকে, ইরানের আইআরজিসি মোজতবা খামেনিকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তাকে দেশের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত এক বিবৃতিতে আইআরজিসি খামেনির প্রতি তাদের 'একনিষ্ঠ ও আজীবন আনুগত্য' ঘোষণা করে জোর দিয়ে বলেছে, তারা তার আদেশ পালন এবং তা বাস্তবায়নে প্রস্তুত থাকবে। আইআরজিসি আরও বলেছে, ৮৮ সদস্যের বিশেষজ্ঞ পরিষদ (অংংবসনষু ড়ভ ঊঢ়বৎঃং) কর্তৃক খামেনির এই নির্বাচন 'সবার কাছে প্রমাণ করেছে যে ইসলামিক ব্যবস্থার গতিশীলতা থেমে থাকে না এবং বিপ্লব ও ইসলামিক ব্যবস্থা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়।'

ইরানের সশস্ত্র বাহিনীও নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনির প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সামরিক বাহিনী খামেনিকে 'ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী, ধর্মপ্রাণ এবং বিচক্ষণ' হিসাবে বর্ণনা করেছে। তারা বলেছে, বিশেষজ্ঞ পরিষদ তাকে নির্বাচিত করে তাদের 'বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ' দিয়েছে।

নতুন নেতাকে পুতিনের অভিনন্দন : ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে মোজতবা হুসেইনি খামেনির নিয়োগকে কেন্দ্র করে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ শুরু হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ নিয়োগকে স্বাগত জানিয়ে তেহরানের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছেন। ক্রেমলিন জানিয়েছে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এক অভিনন্দন বার্তায় মোজতবা খামেনির নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন। পুতিন বলেছেন, তিনি নিশ্চিত যে নতুন নেতা তার পিতার আদর্শ ও কাজকে সম্মানের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বিশেষ করে বর্তমান 'কঠিন পরিস্থিতির' মুখে তিনি ইরানি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবেন বলে পুতিন বিশ্বাস করেন। একই সঙ্গে তিনি তেহরানের প্রতি রাশিয়ার 'অটল সমর্থন' এবং সংহতির বিষয়টিও পুনর্ব্যক্ত করেন।

নতুন নেতা নিয়ে যা বললেন ট্রাম্প : ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে সৈয়দ মোজতবা হুসেইনি খামেনির নাম ঘোষণা নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি ডোনালড ট্রাম্প। তবে ফক্স নিউজের উপস্থাপক ব্রায়ান কিলমিড বলেছেন, ট্রাম্পের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। ট্রাম্প বলেছেন, মোজতবা খামেনিকে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচন করায় তিনি খুশি হতে পারছেন না। তিনি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'আমি খুশি না।'

# কোথায় নেতানিয়াহু?

ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ এবং নেতানিয়াহুর মধ্যে টেলিফোনে কথোপকথনের তারিখ নির্দিষ্ট করেনি এবং এই কথিত কথোপকথনের কেবল একটি টেক্সট প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে এসব বিষয় নিয়ে এখন পর্যন্ত ইসরায়েল সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফলে নেতানিয়াহুকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়া জল্পনা-কল্পনা আরো বাড়ছে।

এদিকে, ইরানি গণমাধ্যম তাসনিম নিউজের প্রতিবেদনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মৃত্যু বা আহত হওয়ার খবরকে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম দ্য জেরুজালেম পোস্ট একেবারে মিথ্যা বা গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

জেরুজালেম পোস্ট জানিয়েছে, গত ৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নেতানিয়াহুর একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। ৬ মার্চ তাকে বীরশেবা এলাকায় একটি ক্ষতিগ্রস্ত স্থান পরিদর্শন করতে দেখা গেছে। আর ৫ মার্চ ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে তার ফোনালাপের বিষয়টি ফরাসি প্রেসিডেন্সি এবং দ্য জেরুজালেম পোস্ট নিশ্চিত করেছে।

# ইরানে হামলায় যুক্তরাজ্য জড়িত

মাটিতে' অবতরণ করছে এবং সেখান থেকেই উড়ে গিয়ে ইরানে বোমা ফেলছে। তিনি বলেন, এর অর্থ হলো যুক্তরাজ্য এই যুদ্ধে 'সরাসরি জড়িত'। তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সমালোচনা করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন যে যুক্তরাজ্য এই যুদ্ধের অংশ নয়। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। তাঁর এই অবস্থানের সঙ্গে বর্তমান সামরিক কর্মকাণ্ডের কোনো মিল নেই।

এর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেছিলেন, যুক্তরাজ্য কেবল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলোতে 'প্রতিরক্ষামূলক' হামলার জন্য তাদের ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেবে। তবে জারা সুলতানার এই অভিযোগ সেই দাবিকে বড় ধরনের প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনার আবহে গতকাল শুক্রবার যুক্তরাজ্যের মাটিতে অবতরণ করে মার্কিন বিমানবাহিনীর অন্যতম শক্তিশালী ও দ্রুতগামী বোমারু বিমান বি-১ ল্যান্সার। বিশালদেহী যুদ্ধবিমানটি গ্লুচেস্টারশায়ারের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড ঘাঁটিতে অবতরণ করে।

১৪৬ ফুট লম্বা এবং ১৩৭ ফুট উইংস্প্যানের (ডানার মোট দৈর্ঘ্য) এই বি-১ ল্যান্সার বিমানটি মার্কিন বিমানবাহিনীর দ্রুততম বোমারু বিমান হিসেবে পরিচিত। বোয়িংয়ের তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ঘণ্টায় ৯০০ মাইল বেগে ছুটতে সক্ষম ৮৬ টন ওজনের এই বিমানটিতে চারজন ক্রু থাকেন। এর উন্নত রাডার, জিপিএস সিস্টেম এবং শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ইলেকট্রনিক জ্যামার ও ডিকয় সিস্টেম এটিকে অনন্য করে তুলেছে। সামরিক মহলে এটি 'দ্য বোন' নামেও পরিচিত। এটি একসঙ্গে ২৪টি ক্রুজ মিসাইল বহনে সক্ষম।

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info\standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT

■ আকর্ষণীয় রেট ■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ বিকাশ সার্ভিস ■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার ■ ব্যারো ডি চেঞ্জ

# যুদ্ধ শুরু করা সহজ শেষ করা কঠিন

তিনি।
তার মতে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনার যে অগ্রগতি হয়েছে, যুদ্ধের কারণে তা নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে। যদিও তিনি ইরানি শাসকগোষ্ঠীর দমনপীড়নের নিন্দা জানিয়েছেন, তবে তিনি বিশ্বাস করেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের এই সামরিক পদক্ষেপ সঠিক পথ নয়।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) প্রধানমন্ত্রী স্টারমারও তার অবস্থান পরিষ্কার করে বলেছিলেন, কোনো চাপ তাকে তার নীতি ও মূল্যবোধ থেকে সরাতে পারবে না এবং আলোচনার মাধ্যমেই ইরানকে পরমাণু কর্মসূচি থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব। জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক মহলের সম্মতি ছাড়া এই হামলা শুরু করায় এর সমালোচনা করে সাদিক খান বলেন, যুদ্ধ শুরু করা সহজ হলেও শেষ করা অত্যন্ত কঠিন। তিনি মনে করেন, যুক্তরাজ্যের উচিত কেবল প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপে মনোযোগ দেওয়া।
এদিকে, সাদিক খানের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বরাবরের মতোই আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছেন ডোনালড ট্রাম্প। সম্প্রতি জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মার্জের সাথে এক বৈঠকে ট্রাম্প লন্ডনের মেয়রকে 'অযোগ্য' বলে আখ্যা দেন। তবে মেয়রের মুখপাত্র পালটা জবাবে বেশ রসিকতার সাথেই বলেন, সাদিক খান এখনো ট্রাম্পের মাথায় জেঁকে বসে আছেন এবং ট্রাম্প তাকে নিয়ে কিছুটা বেশিই আবিষ্ট। ২০১৭ সাল থেকেই ট্রাম্প ও সাদিক খানের মধ্যে এমন বাকযুদ্ধ চলে আসছে, যা এই যুদ্ধের আবহে নতুন মাত্রা পেল। সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি।

# যেকারণে প্রত্যাহার আবিদা ইসলাম

আলাপকালে তিনি আবিদা ইসলামের প্রত্যাহারের বিষয়টি জানান।
হুমায়ুন কবীর বলেন, 'হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম হ্যাজ বিন রিমুভড ফ্রম হার পোস্ট।'
তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বার্থ না দেখার কারণে তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি কূটনীতিককে বিদেশে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হলো।
অন্তর্বর্তী সরকার গত বছরের জানুয়ারিতে আবিদা ইসলামকে লন্ডনে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। তিনি সাইদা মুনা তাসনিমের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।
আবিদা ইসলাম এর আগে মেক্সিকো ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার (প্রধান মিশন) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

# যুক্তরাজ্যে ৬৫ লাখ মানুষ 'অতিদরিদ্র'

খরচ বাদ দেওয়ার পর আয় যুক্তরাজ্যের মধ্যম আয়ের ৪০ শতাংশের কম। দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসহ একটি দম্পতির ক্ষেত্রে এই আয় বছরে আনুমানিক ১৬ হাজার ৪০০ পাউন্ড (প্রায় ২২ হাজার ৪৪৭ মার্কিন ডলার)।
যুক্তরাজ্যে দরিদ্রতা অবসানের লক্ষ্য নিয়ে গবেষণা করে জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন (জেআরএফ)। তাদের গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে মোট দারিদ্র্যের হার ১৯৯৪-৯৫ সালে ২৪ শতাংশ থেকে সামান্য কমে ২০২৩-২৪ সালে ২১ শতাংশ হয়েছে। তবে 'অতিদারিদ্র্য' মানুষের সংখ্যা ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশ হয়েছে। এর অর্থ, বর্তমানে দেশটিতে দরিদ্র মানুষের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই 'অতিদরিদ্র'।
প্রতিবেদনে শিশুদারিদ্র্য বেড়ে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। বর্তমানে দেশটিতে দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৪৫ লাখ শিশু। টানা তৃতীয় বছর শিশুদারিদ্র্য বাড়ার এই প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে গত বছর নভেম্বরে যুক্তরাজ্যের অর্থমন্ত্রী র‍্যাচেল রিভস একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
ওই সিদ্ধান্তে এ বছর এপ্রিল থেকে কল্যাণসুবিধার ওপর দুই শিশুর সীমা বাতিল করা হয়েছে। পরিবারগুলোর জন্য সুবিধা বৃদ্ধি করে শিশুদারিদ্র্যের হার কমানোই এ সিদ্ধান্তের লক্ষ্য। কর্মকর্তাদের অনুমান, এতে প্রায় ৩১০ কোটি পাউন্ড খরচ হবে।
২০১৭ সালে দেশটির কনজারভেটিভ সরকার কল্যাণসুবিধার ওপর এই সীমা (ক্যাপ) আরোপ করে। এর ফলে স্বল্প আয়ের বহু পরিবার তৃতীয় সন্তান বা পরবর্তী সন্তান থাকলেও অতিরিক্ত কল্যাণসুবিধা পাননি।
জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন কল্যাণসুবিধার ওপর দুই শিশুর সীমা বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে তারা সতর্ক করে বলেছে যে এটি যেন একমাত্র পদক্ষেপ হয়ে না থাকে।
জোসেফ রাউনট্রির মতে, সরকার যদি শিশুদারিদ্র্য অবসানে আরও কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে এ খাতে অগ্রগতি থমকে যেতে পারে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশেষ করে শিশুদের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব অনেক বেশি। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও দারিদ্র্যের প্রভাবের মুখোমুখি হন।

# ব্রিটিশ মিডিয়ায় মুসলমানদের

উপস্থাপন করা হয় তা পর্যবেক্ষণকারী অলাভজনক সংস্থা সেন্টার ফর মিডিয়া মনিটরিংয়ের প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
আল-জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, সেন্টার ফর মিডিয়া মনিটরিং ৩০টি সংবাদমাধ্যমের প্রায় ৪০ হাজার নিবন্ধ বিশ্লেষণ করেছে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ নিবন্ধে মুসলিম বা ইসলামকে নেতিবাচক বিষয় বা আচরণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্যে মুসলিমদের নিয়ে প্রকাশিত প্রায় অর্ধেক নিবন্ধ-অর্থাৎ প্রায় ২০ হাজার প্রতিবেদন-'উচ্চমাত্রার পক্ষপাত' পাওয়া গেছে।
সংস্থাটির পরিচালক রিজওয়ান হামিদ বলেন, 'যুক্তরাজ্যে এ ধরনের সবচেয়ে বড় গবেষণা হিসেবে এই প্রতিবেদনটি দেখাচ্ছে-দেশটির সংবাদমাধ্যমে মুসলিমদের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গভীর কাঠামোগত পক্ষপাতের উদ্বেগজনক প্রমাণ রয়েছে।' তিনি বলেন, 'এই তথ্যগুলো আমাদের গণমাধ্যম ব্যবস্থার ভেতরে একটি প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। যখন মুসলমানদেরকে বারবার সন্দেহ বা হুমকির দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়, তখন তা অনিবার্যভাবেই জনমত, রাজনৈতিক বিতর্ক এবং ব্রিটিশ মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে।'
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রিটেনে ডানপন্থী ভোটারদের উদ্বেগ ও স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া সংবাদমাধ্যমগুলো মুসলিমদের নিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদন প্রকাশের সম্ভাবনা বেশি দেখিয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, দ্য স্পেকটেটর ম্যাগাজিন এবং জিবি টেলিভিশন চ্যানেল পক্ষপাতের পাঁচটি বিভাগেই সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে। এই বিভাগগুলো হলো-নেতিবাচক প্রতিবেদন, জেনারেলাইজেশন বা সাধারণীকরণ, ভুল উপস্থাপন, প্রাসঙ্গিক তথ্য বাদ দেওয়া এবং সমস্যাযুক্ত শিরোনাম। এ ছাড়া দ্য টেলিগ্রাফ, জিউয়িশ ক্রনিকল, ডেইলি এক্সপ্রেস, দ্য সান, ডেইলি মেইল এবং দ্য টাইমসের মতো পত্রিকাগুলোর নামও উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'এই সংবাদমাধ্যমগুলোর ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কাভারেজ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।'
অন্যদিকে যেসব সংবাদমাধ্যম মুসলিম ও তাদের ধর্মকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম পক্ষপাত দেখিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে আইটিভি, মেট্রো, বিবিসি, পিএ মিডিয়া, দ্য গার্ডিয়ান, এসোসিয়েটেড প্রেস, লন্ডন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড এবং স্কাই নিউজ।
গবেষণাটি এমন এক সময় প্রকাশিত হলো, যখন ব্রিটেনজুড়ে মুসলিমরা ক্রমবর্ধমান বৈরিতার মুখোমুখি। এর পেছনে আংশিকভাবে দায়ী কঠোর ডানপন্থী জননেতাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং অভিবাসনবিরোধী মনোভাবের বিস্তার। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বিস্তৃত গবেষণা দেখিয়েছে যে মুসলিমদের নেতিবাচক উপস্থাপনার সঙ্গে ঘৃণাজনিত অপরাধ বৃদ্ধি, চাকরিক্ষেত্রে বৈষম্য এবং কঠোর নীতিমালার প্রতি সমর্থনের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।'
গত অক্টোবর যুক্তরাজ্য জানায়, ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত এক বছরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক অপরাধ আগের সময়ের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেড়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৪ সালে সাউথপোর্ট শহরে মেয়েদের নৃত্যশিক্ষার একটি ক্লাসে সংঘটিত গণছুরিকাঘাতের ঘটনার পর মুসলিমবিদ্বেষী অপরাধ হঠাৎ বেড়ে যায়। সামাজিক মাধ্যমে কিছু উসকানিদাতা এই হামলার জন্য একটি কাল্পনিক মুসলিম অভিবাসীকে দায়ী করেছিল।
সাম্প্রতিক সময়ে মসজিদগুলোও হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ মুসলিম ও অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘুরা ক্রমবর্ধমান অনিরাপত্তা ও উদ্বেগের কথা জানাচ্ছেন। জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং কট্টর ডানপন্থী রিফর্ম ইউকে দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে এই পরিস্থিতি আরও তীব্র হয়েছে।
পর্যবেক্ষকদের মতে, যুক্তরাজ্যে যে ধরনের বর্ণবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তা ১৯৭০ ও ১৯৮০ এর দশকে দেখা বৈষম্যের স্মৃতি ফিরিয়ে আনছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার গত বছরের শেষ দিকে আইটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এই পরিস্থিতি 'আমাদের দেশকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।'
গবেষণায় বিশ্লেষিত একটি উদাহরণে সেন্টার ফর মিডিয়া মনিটরিং জানিয়েছে, ডানপন্থী কিছু গণমাধ্যম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের একটি দাবিকে জোরালোভাবে প্রচার করেছে। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, লন্ডন শহর নাকি 'শরিয়া আইনে' পরিচালিত হচ্ছে। গত সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প বলেন, 'আমি লন্ডনের দিকে তাকাই, যেখানে আপনারা একটি ভয়াবহ মেয়র পেয়েছেন, ভয়াবহ, ভয়াবহ মেয়র। শহরটি বদলে গেছে, ভীষণ বদলে গেছে। ... এখন তারা শরিয়া আইন চালু করতে চায়। কিন্তু আপনি অন্য একটি দেশে আছেন। আপনি সেটা করতে পারেন না।'
প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেট্রো পত্রিকা এই দাবিটির সত্যতা যাচাই করে। আর দ্য ইন্ডিপেনডেন্টের প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাসহ বিশ্লেষণ প্রকাশ করে। তবে 'মতামতনির্ভর কিছু গণমাধ্যম, যেমন ডেইলি এক্সপ্রেস এই ষড়যন্ত্রতত্ত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সেটিকে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছে।'
সংস্থাটি বলেছে, 'ভিত্তিহীন দাবিকে বিতর্কের বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করা ভুল তথ্যকে স্বাভাবিক করে তোলে এবং মুসলিমবিরোধী বয়ানকে উসকে দেয়। এতে স্পষ্ট হয়, ভুল তথ্যকে দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ করা গণমাধ্যমের দায়িত্ব; তা অনিচ্ছাকৃতভাবে বৈধতা দেওয়ার নয়।

## এক বছর আট মাস পর সংসদ অধিবেশন

# সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার দেশে শুরু হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা। এই যাত্রা শুরু হয়েছে নবম সংসদের পর প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের তিনটি সংসদ, ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, আওয়ামী লীগের পতন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচনের ধাপ পেরিয়ে। এই সংসদের সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমানসহ ২১৯ জন সংসদ সদস্যই নতুন।
জাতীয় সংসদ ভবনের সংসদকক্ষে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় শুরু হয় অধিবেশন। সংসদকে কার্যকর, গঠনমূলক এবং অর্থবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার কথা বলেছে সরকারি দল ও বিরোধী দল। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলীয় জোট জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জোর দিচ্ছে। অধিবেশনের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের বিষয়ে বিরোধিতা আছে তাঁদের। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সংসদকে কার্যকর করতে সরকার ও বিরোধী দল ভূমিকা রাখবে।
প্রথম দিনের অধিবেশন শেষে দুই দিনের জন্য মুলতবি করা হবে। রবি ও সোমবার অধিবেশন বসে পবিত্র ঈদুল ফিতর ও স্বাধীনতা দিবসের ছুটির জন্য মুলতবি করা হবে। ২৯ মার্চ আবার অধিবেশন বসতে পারে। এরপর এপ্রিল মাসজুড়ে তা চলবে।

# মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সতর্ক করে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী

**ঢাকা, ১১ মার্চ :** মন্ত্রী এবং দলের সংসদ সদস্যদের চলনে-বলনে মার্জিত ও সতর্ক করে বিএনপির চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, যার যে দায়িত্ব, তার বাইরে যেন কেউ মন্তব্য না করেন। গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রেও মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সতর্ক থাকতে বলেছেন তিনি।
বুধবার (১১ মার্চ) বেলা সোয়া ১১টায় সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। জাতীয় সংসদ ভবনে বিএনপির সংসদীয় দলের প্রথম সভায় তিনি এ পরামর্শ দেন।
সভায় সংসদের চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল

ইসলাম আলমগীর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। সভার মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর এক পাশে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও সালাহউদ্দিন আহমদ এবং অন্য পাশে চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি বসেন। সভায় বিএনপির ২০৯ জন সংসদ সদস্য অংশ নেন।
সভাপতির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বিএনপির নেওয়া জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সামনের দিনগুলোতে করণীয় বিষয়ে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের দিকনির্দেশনা দেন।
সভায় বিএনপির নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচির প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছে। কিন্তু ভোটের আঙুলের কালির দাগ মোছার আগেই আমরা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শুরু করেছি। এটাই হচ্ছে বিএনপি। এই বিএনপিকেই মানুষ দেখতে চায়।
প্রধানমন্ত্রী জানান, দ্রুত ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সারা দেশে খাল খনন কর্মসূচি শুরু করা হবে। ডেঙ্গুর মৌসুমকে সামনে রেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সবাইকে সতর্ক করেন তিনি।
জুলাই জাতীয় সনদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সনদের কিছু বিষয়ে বিভিন্ন পক্ষের 'নোট অব ডিসেন্ট' রয়েছে। সরকার যেসব বিষয় বাস্তবায়নযোগ্য, সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে। সংসদীয় দলের সভায় জাতীয় সংসদের নতুন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের দায়িত্ব সংসদ নেতা তারেক রহমানের ওপর ন্যস্ত করা হয়। বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ সংসদ অধিবেশনের শুরুতে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
# দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 13 | Issue 06 | 13 - 19 March 2026

## ট্রাম্পকে লন্ডন মেয়র সাদিক খান

# যুদ্ধ শুরু করা সহজ শেষ করা কঠিন

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬:** লন্ডনের মেয়র সাদিক খান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের পক্ষ নিয়ে বলেছেন, ইরানের ওপর হামলায় যোগ না দেওয়ার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের চাপ উপেক্ষা করে স্টারমার একদম সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গত শনিবার (৭ মার্চ) এক বিবৃতিতে সাদিক খান জানান, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতাই যুক্তরাজ্যের জন্য মঙ্গলজনক, বিশৃঙ্খলা বা রক্তপাত কোনো সমাধান নয়। তিনি এই সংঘাতকে একটি 'ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ' হিসেবে

অভিহিত করে সতর্ক করেন যে এতে জড়িয়ে পড়লে কেবল সাধারণ মানুষের ভোগান্তি আর অপ্রয়োজনীয় প্রাণহানিই বাড়বে।

সাদিক খান আরও উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এই সামরিক অভিযানে অংশ নিলে ব্রিটিশ অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির চাপে থাকা সাধারণ মানুষের ওপর জ্বালানি তেলের দাম, খাদ্যমূল্য এবং বন্ধকির কিস্তির বোঝা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

## এক বছর আট মাস পর সংসদ অধিবেশন -- ২৩ নং পৃষ্ঠা

# সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা

# যেকারণে প্রত্যাহার আবিদা ইসলাম

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬ :** যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার আবিদা ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর। গত শনিবার (৭ মার্চ) রাতে কমনওয়েলথের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে লন্ডন পৌঁছান প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। সেখানে স্থানীয় বাংলাদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

# যুক্তরাজ্যে ৬৫ লাখ মানুষ 'অতিদরিদ্র'

**দেশ ডেস্ক, ১৩ মার্চ ২০২৬:** গত তিন দশকের মধ্যে যুক্তরাজ্যে 'অতিদরিদ্র' মানুষের সংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে প্রায় ৬৮ লাখ মানুষ 'অতিদারিদ্র্যের' ভেতর বসবাস করছেন বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে। গত ১০ মার্চ মঙ্গলবার এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ পায়।

'অতিদরিদ্র' বলতে সেই সব পরিবারকে বোঝানো হয়, যাদের বাসাভাড়া ও আবাসনসংক্রান্ত -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
53a Mile End Road London E1 4TT
Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk